www.BANGLAKITAB.com

'অর্থাৎ হে ইমানদারগণ ধৈর্য ধারণ কর। যে সব আমল অন্যের সহিত সম্পর্ক রাখে না, সেগুলিতে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা اِصْبِرُوْا দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। আরও এক জায়গায় ছবর করার প্রয়োজন হয়। তাহা এই যে, কোন আ'মল করিবার সময় অন্যের তরফ হইতে বাধা দেওয়া হইলে সেখানেও ধৈর্য ধারণ করিতে হয়। صَابِرُوْا দ্বারা ইহা বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ, অপরের সহিত মোকাবিলার সময় ছবর কর এবং অটল থাক। এরপর বলা হইয়াছে وَرَابِطُوْا ইহার দুই অর্থ। ১। সীমান্তের হেফাযত কর এবং ২। সদা প্রস্তুত থাক। প্রথম অর্থ বিশেষ আ'মলের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয় অর্থ সকল আ'মলের বেলায়ই খাটে। এরপর বলেন: وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ইহাতে আশা করা যায় যে, তোমরা কৃতকার্য হইতে পারিবে।' এই অনুবাদ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, আয়াতে প্রথমতঃ, ছবরের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ছবরের দুইটি স্তর রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 'রিবাত' (সীমান্তের হেফাযত করা কিংবা সদা প্রস্তুত থাকা)-এর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এরপর তাক্‌ওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে চারিটি বিষয়ের নির্দেশ হইল। ইহা ছাড়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ আরও দুইটি বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি শুরুতে উল্লেখিত হইয়াছে এবং অপরটি শেষে। প্রথমটি হইল ঈমান এবং শেষটি হইল সাফল্য। একটি প্রাথমিক বিষয় এবং অপরটি ফলাফল সদৃশ। ইহাদের মধ্যস্থলে চারিটি নির্দেশ রহিয়াছে। অতএব, সর্বমোট ছয়টি বিষয় হইল। ইহাদের মর্যাদা-স্তরে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য সফর, গন্তব্য স্থান ও মধ্যবর্তী পথের পার্থক্যের ন্যায়। সফরের একটি আরম্ভ থাকে এবং একটি মধ্যবর্তী পথ। এই পথের দুরত্বের বিভিন্ন স্তর থাকে। সর্বশেষে সফরের একটি ফলাফল অর্থাৎ, গন্তব্য স্থান থাকে।

অতএব, আয়াতের কথাগুলি এমন—যেমন আমরা কাহাকেও বলি, হে মুসাফির! অমুক পথ দিয়া যাইবে, অমুক স্থানে বিশ্রাম করিবে এবং চোর হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। এইভাবে তুমি দিল্লী পৌঁছিয়া যাইবে। এই বাক্যগুলি হইতে তিনটি বিষয় জানা গেল। প্রথমতঃ, দিল্লী পৌঁছার জন্য সফরেরও প্রয়োজন। কেননা, মুসাফিরকেই এই ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহা নির্দেশরূপে প্রকাশ করা হয় নাই। কারণ সম্বোধিত ব্যক্তি নিজেই সফর আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অতএব, তাহাকে 'হে মুসাফির! সফর আরম্ভ কর' বলা অর্থহীন এবং বিনা প্রয়োজনে কথা দীর্ঘ করা বৈ কিছুই নহে। তাহাকে মুসাফির বলিয়া সম্বোধন করাতেই সফরের প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল। ইহা সংক্ষেপে পরিপূর্ণ অর্থবোধক বাক্য। মোটকথা, প্রথমতঃ সফর করা জরুরী। দ্বিতীয়ত, মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম করা এবং নিজের হেফাযত করাও জরুরী। তৃতীয়তঃ, গন্তব্য স্থান অর্থাৎ দিল্লী পৌঁছিয়া যাওয়ার ওয়াদা। অতএব, সফর হইল পৌঁছার শর্ত এবং

www.BANGLAKITAB.com

মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম করা, চোর হইতে বাঁচিয়া থাকা ইত্যাদি পৌঁছার আহ্কাম। তৃতীয় বিষয়টি হইল ফলাফল। প্রত্যেক উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য এই তিনটি বিষয় জরূরী।

ইহার আরও একটি দৃষ্টান্ত লউন। কেহ বলিল, ওহে তালেবে এল্‌ম! রাত্রি জাগরণ করিও এবং পরিশ্রম করিও, তবেই এল্‌ম লাভ হইবে। এই কথা হইতে প্রথমতঃ এল্‌ম তলব করা জরূরী বুঝা গেল। দ্বিতীয়তঃ, রাত্রি জাগরণ করা এবং পরিশ্রম করার আবশ্যকতা জানা গেল। তৃতীয়তঃ, ফলাফলের ওয়াদা রহিয়াছে যে, এরূপ করিলে এল্‌ম হাছিল হইয়া যাইবে। এখানেও এল্‌ম তলব করার বিষয়টি নির্দেশরূপে প্রকাশ করা হয় নাই। কেননা, সম্বোধিত ব্যক্তি স্বয়ং এল্‌ম তলব করার কাজে মশ্‌গুল রহিয়াছে।

তদ্রূপ আয়াতেও يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলায় ঈমানের আবশ্যকতা বুঝা গেল। কিন্তু ইহাকে নির্দেশরূপে প্রকাশ করিয়া آمِنُوا বলা হয় নাই। কেননা, সম্বোধিত ব্যক্তিরা পূর্ব হইতেই ঈমানদার। তাহাদিগকে آمِنُوا (ঈমান আন) বলার প্রয়োজন নাই। কারণ, আহ্কাম দুই প্রকার। (১) যাহারা ঈমান কবুল করে নাই, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট আহ্কাম এবং (২) যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট আহ্কাম। প্রথম প্রকার আহ্কামে প্রথমেই ঈমানের নির্দেশ থাকিবে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার আহ্কামে নির্দেশসূচক পদ দ্বারা ঈমানের হুকুম থাকিবে না। যেমন, এল্‌ম তলব করা সম্বন্ধে তালেবে এলমকেও সম্বোধন করা যায় এবং তালেবে এল্‌ম নহে—এরূপ ব্যক্তিকেও সম্বোধন করা যায়। তালেবে এলম নহে—এরূপ ব্যক্তিকে সম্বোধন করার সময় প্রথমেই 'এল্‌ম তলব কর' বলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তালেবে এলমকে সম্বোধন করিলে ইহা প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। কোরআন শরীফেও এই দুই প্রকারে সম্বোধন করা হইয়াছে।

কোরআনের বিষয়বস্তু নূতন নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই আমি উপরোক্ত উদাহরণগুলি বর্ণনা করিয়াছি। চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, আমরা যেরূপ বিশেষ বাক্য-পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলি, কোরআনেও তদ্রূপ কালাম করা হয়। তবে কোরআনের শিক্ষা দানের ভঙ্গী এমন অভিনব যে, অন্যের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব নহে। কেননা, কোরআনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল দিকের প্রতিই খেয়াল রাখা হয়। সূরা আলে এমরানে যেহেতু বেশীর ভাগ আহ্কাম রহিয়াছে এবং ইহাতে ঈমানদারদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বেশীর ভাগ সম্বোধন করা হইয়াছে—এইজন্য নির্দেশসূচক পদ آمِنُوا বলা হয় নাই। তবে ঈমান যে শর্ত তাহা يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا দ্বারাই বুঝা গিয়াছে। উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমি এই বিষয়টি বুঝাইয়াছি।

www.BANGLAKITAB.com

আজকাল সাফল্য অর্জনের জন্য ঈমানকেও জরূরী মনে করা হয় না—এই ভ্রান্তি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই আমি উপরোক্ত বর্ণনার অবতারণা করিয়াছি। এক্ষণে আমি জাগতিক সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই না। এই সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা এইরূপ :

ما قصهٔ سکندر و دارا نه خوانده ایم
از ما بجز حکایت مهر و وفا مپرس

(মা কিছ্‌ছায়ে সেকান্দর ও দারা না খান্দায়ীম
আয্‌মা বজুয হেকায়েতে মিহ্‌র ও ওফা মপুর্‌স)

'আমরা সম্রাট সেকান্দর ও দারার কাহিনী পড়ি নাই। দয়ার্দ্রতা ও আনুগত্যের কাহিনী ব্যতীত অন্য কিছু আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিও না।'

॥ মালামতির সংজ্ঞা ॥

আমরা জাগতিক উন্নতি লাভ করিতে নিষেধও করি না; কিন্তু ইহার আহ্‌কাম বর্ণনা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করি না। সেমতে জাগতিক উন্নতির জন্য ঈমান শর্ত কি না—এই আলোচনায় পড়িতেও আমরা নারায। এক্ষণে পারলৌকিক সাফল্য সম্বন্ধেই আলোচনা হইবে। পরিতাপের বিষয়, কিছু সংখ্যক মুসলমান পারলৌকিক সাফল্য এবং খোদাপ্রাপ্তির জন্য ঈমানকে জরূরী মনে করে না। ঈমানের সহিত সম্পর্ক নাই এবং নামায-রোযার কাছেও ঘেষে না—এমন ভাংখোর ফকীরদের পিছনে বহুলোক ঘুরাফিরা করে এবং বলে দরবেশীর পথ এইরূপ। কোন হিন্দু যোগী আগমন করিয়া দুই চারিটি ভেল্কীবাজী দেখাইলে এবং তাহার ধ্যানে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেই অনেকে তাহাকে ওলী মনে করিয়া ভক্তি করিতে থাকে।

কানপুরে জনৈক নোংরা এবং পাগল খৃষ্টান ছিল। কিন্তু কানপুরবাসীরা তাহাকে ওলী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমাতাপ্রাপ্ত মনে করিত। অথচ তাহার চেহারা হইতে এমন কুলক্ষণ বর্ষিত হইত যে, দেখিলে রীতিমত ভয় লাগিত। তাসত্ত্বেও মানুষ তাহাকে ভক্তি করিত। মোটকথা, সাধারণ লোকের মতে ওলী হওয়ার জন্য কোন শর্ত নাই। হাঁ, শরীয়ত তরক করার শর্ত অবশ্যই আছে। অতএব, ইহা এমন একটি অভিনব পদ যে, ইহার জন্য কোন কোর্স পড়ার এবং পাশ করার প্রয়োজন নাই; বরং সমস্ত কোর্স ত্যাগ করার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কানপুরের জনৈক উকিল সাহেব বলেন—এখানে একজন ভাংখোর ফকীর আসিয়াছিল। সে همه اوست (তিনিই সব) বলিয়া বেড়াইত। সে ভাং পান করিয়া বেশ্যাদের সহিত অবস্থান করিত এবং কু-কর্ম করিত। কিন্তু তাসত্ত্বেও জনসাধারণ তাহাকে কামেল মনে করিয়া ভক্তি করিত।

www.BANGLAKITAB.com

জনসাধারণ এব্যাপারে একটি কথা মনে রাখিয়াছে। তাহা এই যে, বুযুর্গদের মধ্যে মালামতি নামে একটি সম্প্রদায় আছে। তাহারা বাহ্যতঃ এমন সব কাজ-কর্ম করে যাহাতে মানুষ তাহাদিগকে মন্দ বলে। সেমতে মানুষ এইসব ভাংখোরদিগকেও মালামতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাহাদের কাজ-কর্মের কদর্থ করিয়া লয়। জিজ্ঞাসা করি, মালামতির কোন সঠিক সংজ্ঞা আছে, না ইহার অর্থ এতই ব্যাপ্রক যে, যে কেহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, ? ইহার অর্থ ব্যাপক হইয়া থাকিলে সাহাবিগণ তলোয়ার দ্বারা কাফেরদিগকে হত্যা করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। মালামতি শব্দের অর্থ যখন এতই ব্যাপক যে, কাফেরেরাও ইহার ভিতরে থাকিতে পারে, তখন ছাহাবিগণ কাফেরদিগকে মালামতি মনে করিয়া তাহাদের কুফরের সদর্থ করিয়া লইলেন না কেন ? সদর্থ করা এতই সস্তা হইলে প্রত্যেক বিষয়েরই সদর্থ করা যায়। এমতাবস্থায় শরীয়ত অনর্থক ইসলাম ও কুফরের আহ্কাম বর্ণনা করিয়াছে। 'বন্ধুগণ, যাহার মধ্যে বেশীরভাগ পরহেযগারীর লক্ষণ পাওয়া যায় এবং তাক্ওয়ার খেলাফ সামান্য কোন কাজ ঘটিয়া যায়, সে ক্ষেত্রেই সদর্থ করা হয়। সদর্থকে ওড়্না, বিছানা বানাইয়া ফেলা এবং আপাদমস্তক প্রত্যেক কাজে সদর্থ করা কিছুতেই জায়েয নহে।

এরূপ হইলে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটিও এক প্রকার সদর্থ বটে। ইহা আমার জনৈক আত্মীয় একজন হিন্দুর মুখে শুনিয়াছিলেন। সেই আত্মীয় গোয়ালিয়র রাজ্যে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার বাসস্থানের নিকটেই একটি মন্দির ছিল। সেখানে জনৈক মূর্তিপূজারী প্রত্যহ সকালে আসিয়া মূর্তির গায়ে পানি দিত। এক দিন সে পানি দিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় একটি কুকুর আসিয়া পা উঠাইয়া মূর্তির গায়ে পেশাব করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে আমার আত্মীয়টি ঐ হিন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, পণ্ডিতজী, একটু এদিকে আসুন। সে ফিরিয়া আসিলে আত্মীয়টি বলিলেন, দেখুন, কুকুর আপনার দেবতার সহিত কি কাণ্ড করিতেছে। হিন্দু পণ্ডিত বলিল, হুযুর, এ কিছু নহে। সে-ও দেবতাকে পানি দিতেছে।

সদর্থ করা এতই সস্তা হইলে কুকুরের পেশাব করাকে পানি দেওয়া বলাও একটি সদর্থ বটে। আজকালকার সাধারণ লোকের সদর্থ করার অবস্থাও তথৈবচ। কেহ যত বড় কাফের, ফাসেক বা গোনাহ্গার হউক না কেন, যত কু-কাণ্ডই করুক না কেন, তাহারা সদর্থের সাহায্যে তাহাকেও মালামতি বুযুর্গ মনে করিয়া লয়। আপনি মালামতির সংজ্ঞা জানেন কি ? এই শব্দটি ছুফীদের পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়। অতএব, ইহার অর্থ তাহাদের নিকট হইতেই জানা উচিত। কোন শাস্ত্র শিক্ষা না করিয়াই মানুষ শুধু কয়েকটি শব্দ মুখস্থ করিয়া উহা গাহিয়া দিবে। ইহা সর্বনাশা ব্যাপার বটে।

www.BANGLAKITAB.com

শুনুন, ঐ ব্যক্তিকে মালামতি বলা হয়, যিনি ফরয ব্যতীত অন্যান্য নেক আমল গোপনে সম্পাদন করেন এবং গোপনে গোপনে নফল নামায পড়েন। যাহাতে সকলেই তাঁহাকে সাধারণ লোক মনে করে, এই জন্য তিনি প্রকাশ্যে নফল এবাদত করেন না।

তদ্রূপ বুযুর্গদের অপর একটি সম্প্রদায়কে কলন্দর বলা হয়। তাঁহারা স্বল্প পরিমাণে নফল আমল করেন; কিন্তু অন্তরে যিকির ইত্যাদি বেশী করিয়া থাকেন। বাহ্যিক আমলের মধ্যে ফরয ও ওয়াজেব ব্যতীত অন্যান্য আ'মলের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ থাকে না। আভ্যন্তরীণ বা আত্মিক আমলের প্রতিই তাঁহাদের মনোযোগ বেশী। ইহাতে কিরূপে প্রমাণিত হয় যে, মালামতি বুযুর্গগণ গোনাহেও লিপ্ত হয়? ইহা সর্বৈব মিথ্যা ও মনগড়া ধারণা বৈ কিছুই নহে। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ্ করে, ওলী হওয়া তাহার পক্ষে সুদূর পরাহত। হাঁ, সে শয়তানের ওলী অবশ্যই হইতে পারে। অতএব, ভাংখোর ফকীরদিগকে মালামতি বলা নিরেট ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে।

এখানে একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তাহা এই যে, কিছু সংখ্যক বুযুর্গ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা শরীয়তের বিপরিতও কোন কোন কাজ করিয়াছেন। লোকে তাঁহাদিগকে মন্দ বলুক—ইহাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অতএব, তাঁহারা বুযুর্গ ছিলেন কি না? তাঁহারা বুযুর্গ হইলে ভাংখোর ফকীরদিগকেও আমরা তদ্রূপ বুযুর্গ মনে করি।

এই প্রশ্নের উত্তর শুনুন। প্রথমতঃ যে সব বুযুর্গ হইতে এই ধরণের ঘটনা বর্ণিত আছে, তাঁহারা আসলে শরীয়তের বিরুদ্ধে কিছু করেন নাই; বরং তাঁহাদের কাজ প্রচলিত আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিল। ইহা শুধু পায়জামা পরিধান করিয়া বাজারে চলিয়া যাওয়ার ন্যায়। ইহাতে গোনাহ্ নাই; কিন্তু ইহা প্রচলিত আচার ব্যবহারের খেলাফ। এইরূপ পোশাক পরিধান করিয়া বাজারে চলিয়া গেলে সকলেই মন্দ বলে। কোন বুযুর্গ শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করিয়া থাকিলেও তাহা শুধু প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতেই শরীয়তের খেলাফ ছিল। বাস্তব পক্ষে উহা শরীয়তের খেলাফ ছিল না।

(উদাহরণতঃ জনৈক বুযুর্গ মুরীদ সমভিব্যাহারে পথ চলিবার সময় জনৈকা মহিলার সাক্ষাৎ পান। তিনি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। এই কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার অনেক মুরীদ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া দিল। কিছু সংখ্যক মুরীদ তবুও তাঁহার সঙ্গে রহিয়া গেল। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বুযুর্গ একটি দোকান হইতে দোকান-দারের অনুমতি ব্যতিরেকেই হালুয়া খাইয়া ফেলিলেন। পরে জানা গেল যে, ঐ মহিলা তাঁহার বাঁদী ছিল। কাজেই শরীয়ত মতে তাহাকে চুম্বন করা বৈধ ছিল। হালুয়া বিক্রেতাও বুযুর্গ ব্যক্তির একান্ত ভক্ত ছিল। মুরীদ বুযুর্গকে আসিতে দেখিয়া সে

www.BANGLAKITAB.com

নিজেই হাদিয়া পেশ করার ইচ্ছা করিতেছিল। শায়খকে এইভাবে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া হালুয়া খাইতে দেখিয়া সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়।)

তাছাড়া, ইহাও দেখা দরকার যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এই সব আপত্তিজনক কাজ কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন? তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল অহংকারের চিকিৎসা করা—যাহাতে মানুষ তাঁহাদিগকে বুযুর্গ না ভাবে। তখনকার যুগে মাতালদের আচার-ব্যবহার দ্বারাই এই উদ্দেশ্য হাছিল হইত। এরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন-কারীকে তখন শাস্তি দেওয়া হইত। এই কারণে তাঁহারা মাতালের ন্যায় দুই একটি কাণ্ড করিয়া ফেলিতেন—যাহাতে জনসাধারণ ভক্ত হইয়া তাহাদিগকে অতিষ্ট না করে। কিন্তু আজকালকার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকাল জনসাধারণ এই শ্রেণীর লোকদিগকে 'কুতুব' 'আবদাল' মনে করিয়া থাকে। কাজেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য এখন মাতালসুলভ আচার-ব্যবহার দ্বারা হাছিল হইতে পারে না। আজকাল এই উদ্দেশ্য মোল্লার আকৃতি ধারণ করিলে এবং শরীয়তের পাবন্দী করিলে হাছিল হয়। আজকাল যে কেহ মোল্লার আকৃতি ধারণ করে, জগতের সকলেই তাহাকে অপদার্থ জ্ঞান করিয়া বলে, মাসআলা মাসায়েল ছাড়া এই ব্যক্তি আর জানে কি? অতএব, এই যুগে মালামতি হওয়ার একমাত্র উপায় শরীয়তের পাবন্দী করা। মোটকথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তের খেলাফ কাজ করিয়াছেন—একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি প্রসূত। ইহার আসল স্বরূপ ইহাই যাহা আমি এখনই বর্ণনা করিয়াছি।

॥ শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ॥

উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন, যে ব্যক্তি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে কখনও বুযুর্গ হইতে পারে না। যদি কাহারও প্রতি আপনার মনে দয়ারই উদ্রেক হয়, তবে তাহাকে ভাল-মন্দ কিছু বলিবেন না; কিন্তু তাহার ভক্ত হইবেন না। কাহাকেও মন্দ বলার অধিকার জনসাধারণের নাই; ইহা আলেমদের কাজ। আপনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ইহার দায়িত্ব আলেমদের হাতে ছাড়িয়া দিন। ফাসেক লোকদিগকে মন্দ বলার দায়িত্ব আলেমদের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। এমন কি, শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের খাতিরে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ভাল লোকদিগকেও মন্দ বলার অধিকার রাখেন।

সেমতে শায়খ আকবর (রহঃ)কে জনৈক বুযুর্গ আলেম আজীবন 'যিন্দীক' (ধর্ম ভ্রষ্ট) বলিয়াছেন। কিন্তু শায়খ আকবরের এন্তেকালের সংবাদ পাইয়া তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিতে থাকেন যে, আফ্‌সোস, আজ একজন মহান ছিদ্দীকের এন্তেকাল হইল। ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্যবোধ করিলেন যে, আজীবন যাহাকে যিন্দীক বলিলেন, আজ তাহাকেই মহান ছিদ্দীক বলিতেছেন। অবশেষে সকলেই জিজ্ঞাসা করিল,

www.BANGLAKITAB.com

লোকটি যদি বাস্তবিকই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল, তবে আপনি তাহাকে যিন্দীক বলিয়া আমাদিগকে তাঁহার কল্যাণ ও বরকত হইতে বঞ্চিত করিলেন কেন? বুযুর্গ ব্যক্তি উত্তরে বলিলেন, বাস্তবিকই তিনি মহান ছিদ্দীক ছিলেন। কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোন উপকার হইত না। তোমরা তাঁহার সংসর্গে থাকিলে যিন্দীকই হইয়া যাইতে। কেননা তাঁহার সূক্ষ্মজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির আওতা-বহির্ভূত ছিল। তোমরা তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আপন বিবেক অনুযায়ী অর্থ বুঝিতে এবং আসল স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছিতে পরিতে না। ফলে তোমরা ধর্ম ভ্রষ্টতায় পতিত হইতে। এই কারণে আমি তাঁহাকে বাহ্যতঃ যিন্দীক বলিয়া তোমাদিগকে তাঁহার সংসর্গ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছি।

মোটকথা, শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের খাতিরে আলেমগণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই কোন কোন ভাল লোককেও মন্দ বলিয়াছেন। ইহাও আলেমদের কাজ, সাধারণ লোকের নহে। সেমতে যদি কোন ভাংখোর ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার মনে ওলী হওয়ার সন্দেহ জাগে, তবে তাহাকে মন্দ বলা হইতে বিরত থাকুন। কেননা, মন্দ বলা আপনার উপর ফরয নহে। হযরত রাবেয়া বছরী (রাঃ) শয়তানকেও মন্দ বলিতেন না। তিনি বলিতেন, দোস্তের স্মরণে ব্যস্ততার সহিত দুশমনকে লইয়া বসার আমার অবসর কোথায়? কাজেই আপনি কাহাকেও মন্দ না বলিলে তজ্জন্য তিরস্কৃত হইবেন না। ইহা উত্তম গুণ। বরং আপনি যদি এইসব ভাংখোরদের নিকট পারলৌকিক কিংবা জাগতিক উপকার লাভ করিতে যান, তবেই তিরস্কৃত হইবেন।

॥ 'মজযুব'দের ব্যাপার ॥

যদি তাহাদের মধ্যে সত্য সত্যই কেহ মজযুব হয়, তবে ইহাতে আপনার কি লাভ? ধর্মের লাভ না হওয়া সকলেরই জানা। তাহাদের নিকট হইতে দুনিয়ারও কোন উপকার পাইবেন না। সকলেই মনে করে, মজযুবদের মুখ তরবারি সদৃশ—যাহা বলিয়া দেয়, অকাট্য। শুনুন যাহা হওয়ার জন্য অবধারিত মজযুবদের মুখ হইতে শুধু তাহাই নির্গত হয়। তাহাদের বলায় কোন কিছু ঘটে না। তাহাদের কথাকে ঘটনার কারণ মনে করাও মানুষের একটি অজ্ঞতা অথচ মজযুবগণ স্বেচ্ছায় কোন কথাও বলিতে পারেন না। যাহা ঘটিবে, তাহাদের মুখ হইতে শুধু তাহাই প্রকাশ পায়। তাহারা না বলিলেও তাহা অবশ্যই ঘটিত। এতএব, মজযুবদের নিকট হইতে যখন দ্বীন বা দুনিয়া কোন প্রকার উপকারই পাওয়া যায় না, তখন অনর্থক তাহাদের নিকট কেন গালি খাইতে যায়? আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। যাঁহারা হাসিমুখে সকলকে সাক্ষাৎ দান করেন, মানুষ তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে পালায় আর যাহারা কথায় কথায় গালি বর্ষণ করে, তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে।

www.BANGLAKITAB.com

উদাহরণতঃ একটি গল্প শুনুন। জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী পরমাসুন্দরী ছিল। কিন্তু সে তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না। অধিকন্তু সে একটি বেশ্যার জালে আবদ্ধ ছিল। এক দিন স্ত্রী ভাবিল, বেশ্যাটি কেমন দেখা দরকার। সে কৌশলে বেশ্যাকে দেখিল যে, তাহার মধ্যে সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই। কিন্তু যখন তাহার স্বামী বেশ্যার নিকট গমন করিল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে' বলিয়া বেশ্যা তাহার পিঠে কয়েক ঘা জুতা লাগাইয়া দিল। বেশ্যা তাহাকে জুতা মারিত আর সে খোশামোদ করিত। এই দৃশ্য দেখিয়া স্ত্রী মনে মনে ভাবিল, এই অধমের জন্য এইরূপ উপযুক্ত ব্যবহার দরকার। এরপর স্বামী যখন ঘরে আসিল স্ত্রীও তাহার সহিত তেমনি ব্যবহার করিল। অর্থাৎ, দুই চারিটি জুতা লাগাইয়া অনবরত গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে স্বামী হাসিয়া বলিল, বিবি তোর মধ্যে এই বিষয়টিরই অভাব ছিল। এখন হইতে আমি কোথাও যাইব না। বাস্তবিকই লাথির ভূত বচনে তুষ্ট হয় না। কিছু সংখ্যক লোক গালি খাওয়া ও মন্দ শুনাকেই পছন্দ করে। ইহা সকলে করিতে পারে, তবে ভদ্রতা ইহাতে বাধা দান করে।

কেহ কেহ মজযুবদের কাছেও দোআর প্রার্থী হয়। স্মরণ রাখুন, তাঁহারা কাহারও জন্য দোআ করেন না। তাঁহাদের নিকট দোআর কোন বিভাগই নাই। তাঁহারা শুধু হুকুমের অপেক্ষা করেন। মাওলানা বলেন ঃ

کفر باشد نزد شاں کردن دعا + کاے خدا ازما بگرد ایں قضا

(কুফর বাশাদ নয্‌দে শাঁ করদান দোআ + কায় খোদা আয্‌মা বগর্‌দ ঈ কাযা)

'তাহাদের নিকট এইরূপ দোআ করা কুফর যে, হে খোদা! এই ফয়সালাটি আমাদের উপর হইতে ফিরাইয়া লও।'

উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন, বাদশাহ্‌র প্রধান পুলিশ কর্মচারী ও মুসাহিব এতদুভয়ের মধ্যে কোন অপরাধীর জন্য সোফারিশ করার ক্ষমতা পুলিশ কর্মচারীর নাই সে শুধু আদেশের অধীন। যাহার জন্য শাস্তির হুকুম হয়, সে তাহাকে শাস্তি দান করে এবং যাহার জন্য মুক্তির আদেশ হয়, সে তাহাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু মুসাহিবের সোফারিশ করার ক্ষমতা থাকে। সে গুরুতর অপরাধীর বেলায়ও সোফারিশ করিতে পারে।

অতএব, মজযুবদের মর্তবা পুলিস কর্মচারীর ন্যায়। তাহারা সোফারিশ ও দোআ করিতে পারে না। কিন্তু সালেক তথা সুস্থ জ্ঞানী বুযুর্গদের অবস্থা ভিন্নরূপ অর্থাৎ, তাঁহাদের মধ্যে মুসাহিবের শান থাকে। তাঁহারা দোআ ও সোফারিশ করিতে পারেন না। তাঁহাদের ক্ষমতা ব্যাপক নহে। তবে মকবুল তাঁহারাই বেশী।

যেমন সুলতান মাহ্‌মূদের সম্মুখে এক ব্যক্তি ছিল আয়ায অপর ব্যক্তি ছিল হামান মেমন্দী। উযীরে আযম হিসাবে হামান মেমন্দীর ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। কিন্তু

www.BANGLAKITAB.com

আইনগত ভাবে আয়াযের কোন ক্ষমতা ছিল না। কেননা, সে কোন পদাধিকারী ছিল না। তা সত্ত্বেও আয়াযই ছিল সুলতানের নিকট অধিক স্বীকৃত (মকবুল) ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। যখন সুলতান মাহ্‌মুদ কোন বিষয়ে রাগান্বিত হইতেন, তখন কাহারও টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা থাকিত না। হামান মেমন্দীর সকল ক্ষমতা সিকায় ঝুলিয়া থাকিত। তখন সকলে আসিয়া আয়াযকেই খোশামোদ করিত যে, এখন সুলতান তোমাকে ছাড়া অন্য কাহারও কথা শুনিবেন না।

সুতরাং সালেকদের শান আয়াযের শানের ন্যায়। তাঁহারা সব সময়ই দোআ ও সোফারিশ করিতে পারে। অতএব, তাঁহাদের নিকট দুনিয়াও পাওয়া যায়। দুনিয়া পাওয়া যাওয়ার অর্থ এই নহে যে, তাঁহারা তোমাকে ধনভাণ্ডার দিয়া দিবেন; বরং অর্থ এই যে, উপরওয়ালার খেদমতে আরয করিয়া দিবেন। আর দ্বীন তো শুধু তাঁহাদের নিকট হইতেই পাওয়া যায় কিন্তু মানুষ আশ্চর্যরকমে খিচুড়ি পাকাইয়াছে। তাহারা মজযুবদের নিকট হইতেই দুনিয়া ও দ্বীন উভয়টি তলব করে। অথচ ইহাদের কোনটিই তাহাদের ক্ষমতায় নাই। তাহারা ওলী ঠিকই; কিন্তু কাহাকেও কিছু দিতে পারে না। মজযুব তখন ওলী হইতে পারে, যখন হালবিশিষ্ট হয়। হাল না থাকিলে সে ওলীও নহে। যেমন আজকাল প্রায়ই এ ধরণের ভণ্ড ফকিরকে ঘুরাফিরা করিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বদ্ধ পাগল। আর কিছু সংখ্যক ছদ্মবেশী। ইহারা পুরাপুরি শয়তান। হালবিশিষ্ট হওয়ার পরিচয় আলেমদের জন্য এই যে, তাহাদের নিকট বসিলে অন্তরে খোদার মহব্বৎ বেশী হয় এবং দুনিয়ার মহব্বত লোপ পায়। এখন লক্ষ্য করুন, এই ভণ্ডদের কাছে বসিলে কখনও এরূপ হয় কি? কখনই নহে।

অতএব, বুঝিয়া লউন, প্রত্যেক পাগল মজযুব নহে। কেহ হইলেও তাহার নিকট দ্বীন ও দুনিয়া বলিতে কিছুই নাই। দুনিয়া না থাকার কারণ, তাহারা দোআ করিতে সক্ষম নহে এবং দ্বীন না থাকার কারণ ই যে, তাহাদের শিক্ষা দানের ক্ষমতা নাই। কাজেই তাহারা হালবিশিষ্ট হইলে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। হালবিশিষ্ট কি না, তাহা আলেমগণই বুঝিতে পারেন। মূর্খ ব্যক্তি মজযুব ও উন্মাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে না। দেখা-সাক্ষাৎ ব্যতীত মজযুবদের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। আমি আলেমদিগকেও বিশেষ করিয়া এই কথাই বলি।

॥ ধর্ম ও উন্নতি ॥

মোটকথা, يا ايها الذين امنوا দ্বারা বুঝা গেল যে, আখেরাতের সাফল্য অর্জনের জন্য ঈমান অবশ্যই শর্ত। ইহা দ্বারা আরও বুঝা গেল যে, কোরআন কত

www.BANGLAKITAB.com

গভীর অর্থবোধক। সামান্য কয়েকটি শব্দ দ্বারাই বিরাট মাসআলা জানা গেল। আয়াতে এই শর্তটির প্রতি জোর দেওয়া হয় নাই এবং নির্দেশমূলক পদ ব্যবহার করা হয় নাই সত্য; কিন্তু সম্বোধনের ভঙ্গী হইতেই এই শব্দটি এই অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব, প্রথম স্তর হইল ঈমানের এবং দ্বিতীয় স্তর হইল মধ্যবর্তী চারিটি কাজের। এগুলি: اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। এরপর তৃতীয় স্তর হইল ফলাফলের। ইহা لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অংশে ব্যক্ত করা হইয়াছে। গণনায় ইহা ষষ্ঠ।

এই ধারা অনুযায়ী প্রথমে মধ্যবর্তী চারিটি কাজ সম্বন্ধে বর্ণনা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি প্রয়োজন বশতঃ ফলাফলকেই প্রথমে বর্ণনা করিতেছি। কেননা, আজকাল উন্নতি ও সাফল্য সম্পর্কিত আলোচনায় চতুর্দিক মুখরিত। প্রত্যেকেই উন্নতি ও সাফল্য কামনা করে। শুনুন, হক তা'আলা ঈমান ও কতিপয় আহ্কাম বর্ণনা করার পর ফলাফল হিসাবে বলেন, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'যাহাতে তোমরা সাফল্য অর্জন করিতে পার।' ইহা দ্বারা প্রথমতঃ বুঝা যায় যে, সাফল্য সর্বশেষ ও উদ্দিষ্ট বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ওয়াদা উল্লেখিত চারিটি আ'মলের পর দেওয়া হইয়াছে। এখানে সাফল্য مطلق ব্যবহৃত হইয়াছে—বিশেষ করিয়া ধর্মীয় সাফল্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা হয় নাই। শব্দের এই ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি যে, আয়াত দ্বারা জানা যায়, দুনিয়া কিংবা দ্বীন যেকোন সাফল্যই হউক না কেন, তাহা উল্লেখিত আহ্কামের উপর আমল করিলেই অর্জিত হইবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, শরীয়তের আমলের আসল উদ্দেশ্য শুধু দ্বীনের সাফল্য হইলেও দুনিয়ার সাফল্যও ইহা দ্বারা লাভ হয়। অতএব, দ্বীনের সাফল্য এই আয়াতের مدلول مطابقی (পূর্ণ ও আসল অর্থ) এবং দুনিয়ার সাফল্য ইহার مدلول التزامی (বাহ্যিক অর্থ)। অর্থাৎ, শরীয়তের উপর আমল করিলে দুনিয়ার সাফল্য অবশ্য হাছিল হয়—যদিও তাহা উদ্দেশ্য নহে।

এখন শুনুন, বর্তমান যুগে প্রত্যেকেই সাফল্য তলব করে। দুনিয়ার সাফল্যের পিছনে ধাওয়া করে, এমন লোকের সংখ্যা প্রচুর। এমন কি, তাহারা তজ্জন্য দ্বীনকেও বরবাদ করিয়া দেয়। অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, দ্বীন বরবাদ না করা পর্যন্ত দুনিয়ার সাফল্য অর্জিত হইতে পারে না। সে মতে কিছু সংখ্যক লোককে গোনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে বলা হইলে তাহারা উত্তরে বলে, সাহেব! আমরা তো দুনিয়াদার লোক। আমরা কি অতসব দ্বীনদারী করিয়া পারি? ইহার পরিষ্কার অর্থ এই যে, দুনিয়াদারী দ্বীনদারীর পরিপন্থী। শব্দান্তরে তাহারা ধর্মের উন্নতিকে দুনিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর ও প্রতিবন্ধক মনে করে। এই কারণেই কেহ ব্যবসা করিলে শরীয়তের

www.BANGLAKITAB.com

বিধিনিষেধের প্রতি খেয়াল রাখে না, কেহ কৃষি কাজ করিলে উহাতে না-জায়েয বিষয়াদি হইতে বাঁচিয়া থাকে না। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, দ্বীনদার হওয়ার অর্থ হইল ব্যবসা, কৃষিকাজ ইত্যাদিকে সিকায় উঠাইয়া রাখা। এইসব কাজে মশ্‌গুল হইয়া দ্বীনদার হওয়া সুকঠিন। কেননা, দ্বীনদারী এইসব কাজে বাধার সৃষ্টি করে।

উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দ্বীনদারী কিছুতেই দুনিয়ার সাফল্য ও উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক নহে। দ্বীনদার হইয়াও ব্যবসা, কৃষিকাজ ইত্যাদি করা যায়। তবে ইহার দুইটি উপায় আছে। প্রথমতঃ, জীবিকার অবলম্বনটি দ্বীনের খেলাফ না হওয়া চাই। এরূপ হইলে উহা দুনিয়া থাকে না; বরং সাক্ষাৎ দ্বীন হইয়া যায়। হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ مِّنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ 'হালাল উপার্জন অন্যতম ফরয বা কর্তব্য।'

এমতাবস্থায় ব্যবসা এবং কৃষিকার্যও সওয়াবের কাজ। বরং এই সব কাজে মশ্‌গুল হইয়া দ্বীনের পাবন্দী করা শুধু যিকির ইত্যাদি করা হইতে উত্তম।

জনৈক সংসারত্যাগী, দরবেশ ও সূফী ব্যক্তির এন্তেকাল হইলে কেহ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হযরত! আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমাকে ক্ষমা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাই, আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে একজন পুত্র-কন্যাবিশিষ্ট মজুর বসবাস করিত, সে শ্রেষ্ঠত্বে আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কেননা, সে দিবারাত্র আপন পুত্র-কন্যাদের জন্য মেহ্‌নত মজুরী করিত এবং স্বল্প পরিমাণেই যিকির ইত্যাদি করিত। তবে সে সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা করিত যে, অবসর পাওয়া গেলে আমার ন্যায় আরও বেশী পরিমাণে যিকির ইত্যাদি করিবে। এই নিয়তের বরকতে হক তা'আলা তাহাকে এমন মর্তবা দান করিয়াছেন—যাহা আমার ভাগ্যেও ঘটে নাই।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হালাল উপার্জনের সহিত খোদায়ী আহ্‌কাম পালন করিলে তাহা কোন কোন সময় অবিমিশ্র যিকির হইতে উত্তম হইয়া থাকে। এই ঘটনা হইতে এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না যে, সকলের জন্যই এই পথটি উত্তম এবং সকলেই ইহা অবলম্বন করুক। আসলে এইসব মঙ্গলামঙ্গল পরস্পর বিরোধী। এক জনের জন্য এক পথ মঙ্গলজনক হইলে অন্যের জন্য তাহাই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়।

উদাহরণতঃ, চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক একটি রোগের জন্য একাধিক ঔষধ ফলপ্রদ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যেক ঔষধই প্রত্যেকের জন্য উপকারী নহে; বরং ইহাতে প্রত্যেকেরই মেযাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কয়েকটি ঔষধের মধ্য হইতে একটি মনোনীত করিতে হয় এবং উহার সহিত অন্য ঔষধও মিলাইতে হয়—যাহাতে উহার ক্ষতি প্রশমিত হইয়া উপকার জোরদার হইতে পারে। চিকিৎসক এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া থাকে। যদি কোন রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অগ্রাহ্য করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

উহা হইতে মাত্র একটি ঔষধ বাছিয়া লয়, তবে তাহা নিতান্তই ভুল হইবে। এইভাবে সে কোন দিন আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। কেননা, তাহার মনোনীত ঔষধটি যদিও এই রোগে ফলপ্রদ; কিন্তু রোগীর মেযাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহার সহিত পথ প্রদর্শক ও সংশোধনকারী ঔষধ মিলাইবারও প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাড়া ঐ ঔষধ রোগ উপশম করিতে সক্ষম নহে।

তদ্রূপ আত্মিক রোগের বেলায়ও প্রত্যেক রোগীকে শায়খের মনোনয়নের অনুসরণ করিতে হইবে। নিজ খেয়াল খুশীমত কোন পথ বাছিয়া লওয়ার অধিকার তাহার নাই। স্বীকার করিলাম যে, উপার্জনে মশ্‌গুল হওয়াও কোন কোন সময় খোদাপ্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট হয়; কিন্তু সকলের বেলায় ইহা প্রযোজ্য নহে; বরং বিশেষ বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলায়ই ইহা যথেষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশেষ যোগ্যতা ব্যতীত ইহা উপকারী নহে।

উদাহরণতঃ তালেবে এল্‌মদের মধ্যে একথা সর্বজনবিদিত যে, শর্‌হে মোল্লাজামী নামক কিতাব ভালরূপ জানা হইয়া গেলে সকল এলমের যোগ্যতার জন্য যথেষ্ট হয়। জনৈক তালেবে এলম এই কথা শুনিয়া প্রথমেই শর্‌হে মোল্লাজামী কিতাব পড়িতে আরম্ভ করিল। সে দশ বার বৎসর পর্যন্ত এই কিতাবটিই পড়িল; ইহা তাহার নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নহে। কেননা, অন্যান্য এলমের যোগ্যতার জন্য শরহেজামী যথেষ্ট বটে; কিন্তু স্বয়ং ইহার জন্যও বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। এই যোগ্যতা, মীযান, মুন্‌শাআব, নহ্‌ভমীর ও হেদায়াতুন্নহভ্‌ নামক কিতাব পড়া ব্যতীত হাছিল হইতে পারে না। তেমন উপার্জনে লিপ্ত হওয়া খোদাপ্রাপ্তির জন্য অবশ্য যথেষ্ট; কিন্তু ইহার জন্যও বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। ঐ যোগ্যতা হাছিল করার জন্য কামেল চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার। কামেল চিকিৎসক যাহাকে উপার্জনে মশ্‌গুল হওয়ার ব্যবস্থা দেন, তাহার পক্ষে উহাই যুক্তিসঙ্গত এবং যাহাকে জীবিকার উপায় তরক করার ব্যবস্থা দেন, তাহার জন্য উহাই উপকারী। কেননা, শায়খ যে উপায় মনোনীত করেন হক তা'আলা উহাকে শাগরেদের পক্ষে উপযুক্ত করিয়া দেন। কোন উপায় উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত হওয়া প্রকৃত পক্ষে হক তা'আলার ক্ষমতাধীন এবং তাঁহার নিকট হইতেই সবকিছু পাওয়া যায়। তবে তিনি প্রায়ই কামেল শায়খদের অন্তরে প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দেন ঃ

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں + مصلحت راتہمتے برآ ہوئے چین بستہ اند

'সুগন্ধি ছড়ানো তোমার কেশগুচ্ছেরই কাজ। কিন্তু আশেকগণ মছলেহাতের কারণে চীনদেশীয় মৃগনাভির উপর অপবাদ লাগায়।'

মোটকথা, হক তা'আলা প্রত্যেকের জন্য একটি বিশেষ উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন যে, উহা দ্বারাই হক তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কেহ উপার্জনে মশ্‌গুল

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া এই ধন প্রাপ্ত হয় এবং কেহ উপার্জনের উপায় ত্যাগ করিয়া। অতএব, শায়খ যাহার জন্য যে উপায় অবলম্বন করার ব্যবস্থা দেন, সে উহাই অবলম্বন করুক এবং উহাতে সন্তুষ্ট থাকুক। কাহারও পক্ষে হাস্য করা মুনাসিব এবং কাহারও পক্ষে কান্নাকাটি করা। ইহাতে নিজের খেয়ালখুশীকে আমল দিতে নাই। কবি বলেন :

بگوش گل چه سخن گفتهٔ که خندان ست + بعندلیب چه فرمودهٔ که نالان ست

(বগুশে গোল চেহ্ সুখন গোফ্‌তায়ী কেহ্ খান্দা আস্ত
বঅন্দলীব চেহ্ ফরমুদায়ী কেহ্ নালা আস্ত)

'ফুলের কানে কি কথা বলিয়াছ যে, সে কেবল হাস্য করে এবং বুলবুলকে কি বলিয়া দিয়াছ যে, সে সর্বদাই কাঁদে।' মাওলানা রূমী বলেন :

چونکه بر میخت به بند و بسته باش
چون کشاید چابک و برجسته باش

(চুঁকে বরমীখত ববন্দ ও বস্তা বাশ + চুঁ কুশায়াদ চাবুক ও বরজুস্তা বাশ)

'আর্থাৎ, শায়খ যখন তোমাকে বাঁধিয়া রাখেন, তখন তুমি তদবস্থায়ই থাক এবং যখন তোমাকে খুলিয়া দেন, তখন লাফালাফি কর। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলে নিশ্চিন্ত থাক এবং চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে বলিলে উহাতেই সন্তুষ্ট থাক। কেননা, চিন্তা ও হতবুদ্ধিতা দ্বারাও উন্নতি লাভ হইয়া থাকে এবং সওয়াব বৃদ্ধি পায়। তলব ইহাকেই বলে। ইহা ছাড়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই পথে নিজ খেয়াল-খুশীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া দরকার। কেহ কেহ এইসব ব্যবস্থার কথা শুনিয়াই পেরেশান হইয়া যায়। তাহারা নিজের জন্য একটি বিশেষ অবস্থা পছন্দ করিয়া রাখে যে, ঐ অবস্থায় থাকিলে তাহাদের মঙ্গল হইবে। এরপর যখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটে এবং অন্য অবস্থা প্রকাশ পায় তখন তাহারা ঘাবড়াইয়া যায়।

আমি জনৈক বয়োবৃদ্ধ আলেম ডেপুটি কালেক্টরকে দেখিয়াছি। পেন্‌সন পাওয়ার পর নীরবে বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিতে তাঁহার মনে সাধ জাগিল। খোদার কি মহিমা, যিকির আরম্ভ করার পর তাঁহার এক পুত্র ও এক পৌত্র হঠাৎ উন্মাদ হইয়া গেল। তিনি ভীষণ পেরেশান হইলেন। কেননা, এখন তাঁহাকে তাহাদের চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাঁহার নির্জনতা ও একাগ্রতা বিনষ্ট হইয়া গেল। এমনকি আল্লাহ্ আল্লাহ্ করার নছীবও তাঁহার সব সময় হইত না। কিন্তু আরেফগণ (খোদাতত্ত্ব জ্ঞানিগণ) এইসব ব্যাপারে পেরেশান হয় না। কেননা আরেফ নিজের জন্য নিজে কোন অবস্থা বাছিয়া লয় না। হক তা'আলা যতক্ষণ তাহাকে নির্জনতায় রাখেন, ততক্ষণ সে নির্জনতায় থাকে এবং যখন নির্জনতা হইতে বাহিরে আনিতে চায়, তখন সে বাহিরে চলিয়া আসে এবং উহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। মাওলানা তাই বলেন :

www.BANGLAKITAB.com

چونکه بر میخت به بند و بسته باش
چون کشاید چابک و بر جسته باش

"তিনি যখন তোমাকে বাঁধিয়া রাখেন, তখন তদবস্থায়ই থাক এবং যখন তোমাকে খুলিয়া দেন, তখন লাফালাফি কর।"

আমি বলি, আসল উদ্দেশ্য হইল হক্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা। ইহা নির্জনে থাকিয়া যেমন লাভ হয়, তেমনি মাঝে মাঝে সৃষ্ট জীবের খেদমত করিয়াও লাভ হইতে পারে। অতএব, ডেপুটি কালেক্টর সাহেব উন্মাদদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া কি সওয়াব পাইতেন না? নিশ্চয়ই পাইতেন। এমতাবস্থায় চিন্তাই উন্নতির কারণ। এই সময়ে নিশ্চিন্ততা ও নির্জনতা মোটেই উপকারী নহে। তখন নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিলে যে সওয়াব পাওয়া যাইত, উন্মাদদের খেদমত করিলে তদপেক্ষা বেশী সওয়াব পাওয়া যাইত। সুতরাং পেরেশানী কিসের?

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাজী ছাহেবের (কুদ্দিসা সির্‌রুহু) খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ফলে কয়েক ওয়াক্তের নামায হেরেম শরীফে যাইয়া পড়িতে পারি নাই। ইহাতে দারুন মনঃকষ্টে পতিত আছি। হযরত বলিলেন, নৈকট্যের বিভিন্ন উপায় আছে। তন্মধ্যে ঘরে নামায পড়িয়া হেরেম শরীফে উপস্থিতির জন্য ব্যাকুল হওয়াও একটি উপায়। তিনি যে অবস্থাতেই রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অতঃপর আরও বলিলেন, উদাহরণতঃ, বোম্বাই ও করাচী উভয় স্থান হইতেই লোক হজ্জে যায়। যদি হক তা'আলা বোম্বাই হইতে হজ্জের জন্য ডাকেন, তবে বোম্বাই হইতেই চলিয়া যাও আর যদি করাচী হইতে ডাকেন, করাচী হইতেই চলিয়া যাও। উভয় অবস্থাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাই মাওলানা রূমী বলেন:

چون بر میخت به بند و بسته باش
چون کشاید چابک و بر جسته باش

'তিনি তোমাকে বাঁধিয়া রাখিলে তদবস্থায়ই থাক এবং যখন খুলিয়া দেন, তখন লাফালাফি কর।'

তদ্রূপ হক তা'আলা যদি আপনাকে জীবিকা উপার্জনের উপায়সমূহে আবদ্ধ রাখেন, তবে উহাতেই আবদ্ধ থাকুন আর যদি উহা হইতে পৃথক রাখেন, তবে পৃথক থাকুন। সেমতে কেহ শরীয়তসম্মত উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকাজ করিলে শরীয়তের খেলাফ কোন কিছু না করিলে তাহাতে সাক্ষাৎ সওয়াব হইবে। এমতাবস্থায় ইহাকে দুনিয়া বলা হইবে না; বরং ইহা সাক্ষাৎ দ্বীন। হাঁ, শরীয়তের খেলাফ কোনকিছু করিলে তাহা অবশ্যই দুনিয়া হইবে এবং দ্বীনের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। অতএব, সাধারণতঃ মানুষের যে বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে যে, দ্বীনের সহিত

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়ার কাজ সম্ভবপর নহে এবং দ্বীনদারী ত্যাগ করা ব্যতীত জাগতিক উন্নতি হইতে পারে না—তাহা নিতান্তই ভুল। খোদা তা'আলার কালাম এই ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে। কেননা, হকতা'আলা আয়াতে কতিপয় আহ্‌কাম বর্ণনা করার পর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ বলিয়াছেন। শব্দের ব্যাপকতার দরুন ইহাতে জাগতিক সাফল্যও শামিল রহিয়াছে।

॥ সাফল্যের স্বরূপ ॥

ইহাতে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত আমলগুলি যেমন পারলৌকিক সাফল্যের উপায়, তদ্রূপ উহা দ্বারা জাগতিক সাফল্যও অবশ্যই হাছিল হয়। কিন্তু সর্বপ্রথম "ফালাহ্" শব্দের স্বরূপ বুঝা দরকার। "ফালাহ্" সাফল্যকে বলা হয়—মাল প্রাপ্তিকে বলা হয় না। আজকাল মানুষ ধনাঢ্যতাকেই 'ফালাহ্' তথা সাফল্য মনে করিয়া লইয়াছে। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। দেখুন, কারূণকে অনেকেই সৌভাগ্যশালী ও সাফল্যের অধিকারী মনে করিত। তাহারাও আজকাল-কার কিছু সংখ্যক লোকদের সমমনোভাবাপন্ন ছিল। কারূণ যখন তাহার লোকজন, চাকর-নওকর ও আসবাবপত্র লইয়া বাহির হইল ঐ সমস্ত লোকের মুখ লালসার পানিতে ভরিয়া গেল। তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল ঃ

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○

"কারূণ যেমন আসবাবপত্র লাভ করিয়াছে, আমাদের তদ্রূপ লাভ হইলে কি চমৎকার হইত! বাস্তবিকই সে বিরাট ভাগ্যবান।" তখনকার যুগে যে-সব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা এই সমস্ত ভ্রান্ত লোককে সতর্ক করিয়া বলিলেন, সাফল্য ও সৌভাগ্য ধনাঢ্যতা দ্বারা অর্জিত হয় না ; বরং খোদার আনুগত্য করিলেই ইহা লাভ হইয়া থাকে। এসম্পর্কে কোরআনে এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ -

'এবং যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা বলিল—আরে তোমাদের সর্বনাশ হউক। (তোমরা এইসব ধন-দৌলত ও আসবাবপত্রের লালসা করিতেছ কেন?) আল্লাহ্ তা'আলার সওয়াব (ইহা হইতে) হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ, উহা এমন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে, যে ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। তাছাড়া উহা (পূর্ণরূপে) ঐসব লোককে দেওয়া হয়, যাহারা (জাগতিক লোভ-লালসা হইতে) ধৈর্য ধারণ করে। এই জওয়াব হইতে জানা যায় যে, ধনাঢ্যতা দ্বারা সৌভাগ্য ও সাফল্য লাভ হয় না ; বরং জাগতিক সাফল্য এবং সৌভাগ্যও আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য দ্বারা

www.BANGLAKITAB.com

হাছিল হয়। ঐ যুগের লোকগণ সম্ভবতঃ যৌক্তিক দিক দিয়া এই উত্তর শুনিয়াই চুপ হইয়া গিয়াছিল। তাসত্ত্বেও বোধ হয় তাহারা ইন্দ্রিয়গত দলীলের অপেক্ষা করিতে ছিল। ঐ যুগটিও ছিল বড় আশ্চর্য ধরণের। প্রায় সকল ব্যাপারেই দলীল ও নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাইত। সেমতে হক তা'আলা এমন নিদর্শন প্রকাশ করিয়া দিলেন, যদ্দরুন দুনিয়াদারগণও স্বীকার না করিয়া পারিল না যে, খোদা তা'আলার অবাধ্য ব্যক্তি দুনিয়ার সাফল্যও লাভ করিতে পারে না—যদিও তাহারা অগাধ ধন সম্পদের অধিকারী হয়। বরং দুনিয়াতেও একমাত্র দ্বীনদার ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান ও সাফল্যের অধিকারী হইয়া থাকে। হক তা'আলা বলেন ঃ

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ۝ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

'অতঃপর আমি কারূণকে ও তাহার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে ধ্বসাইয়া দিলাম। তখন এমন কোন দল দেখা গেল না, যে তাহাকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে এবং সে নিজেও নিজেকে বাঁচাইতে পারিল না। গতকল্য যাহারা তাহার ন্যায় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, তাহারা (অদ্য তাহাকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়া যাইতে দেখিয়া) বলিতে লাগিল, মনে হয়, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা বেশী রুযী দান করেন এবং (যাহাকে) ইচ্ছা স্বল্প পরিমাণে দেন। (আমরা ধনাঢ্যতাকে সৌভাগ্য মনে করিয়াছিলাম—ইহা আমাদের ভ্রান্তি বৈ কিছুই ছিল না। আসলে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ধনাঢ্যতার উপর নির্ভরশীল নহে; বরং ইহা কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই হইয়া থাকে।) আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ না হইলে তিনি আমাদিগকেও ভূ-গর্ভে ধ্বসাইয়া দিতেন। (কেননা, আমরাও দুনিয়ার মহব্বতরূপ গোনাহে লিপ্ত ছিলাম।) ব্যাস জানা গেল যে, কাফেরেরা সাফল্য অর্জন করিতে পারে না।' (কয়েক দিন মজা উড়াইলেও পরিণামে ক্ষতিই ভোগ করে।) আয়াতে হক তা'আলা দুনিয়াদারদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, শেষ পর্যন্ত তাহারাও স্বীকার করিল—কাফেরেরা সফলকাম হইতে পারে না। পরিণামে কারূণের যে দশা হয়, তাহা দেখিয়া কেহ বলিতে পারে কি যে, কারূণ কামিয়াব ছিল? কিছুতেই নহে। হাঁ, সে ধন-দৌলত প্রাপ্ত হইয়া ছিল বলিতে পারে। অতএব, বুঝা গেল যে, ফালাহ্ কামিয়াবীকে বলা হয়—ধন-দৌলত প্রাপ্তিকে নয়।

www.BANGLAKITAB.com

॥ মালদারী ও কামিয়াবী ॥

'মালইয়াব' (মাল প্রাপ্ত) হইলেই কামিয়াব হওয়া জরূরী নহে। কিন্তু অদ্ভুত জবরদস্তি এই যে, আজকাল মালদারীকেই কামিয়াবী মনে করা হয়। অথচ মাল স্বয়ং উদ্দেশ্য নহে; বরং উদ্দেশ্যের একটি উপায় মাত্র। মাল বাদামের খোসার ন্যায় এবং উদ্দেশ্য বাদামের সারাংশের ন্যায়। অতএব, যে ব্যক্তি খোসাকেই উদ্দেশ্য মনে করিয়া উহা সঞ্চয় করিতে সারা জীবন বিনষ্ট করিয়া দেয়, সে যারপরনাই নির্বোধ। এই বাদাম দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক বিন্দুমাত্রও শক্তি অর্জন করিতে পারিবে না। সে নিশ্চিত রূপেই উদ্দেশ্য অর্জনে বিফলমনোরথ হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সারাংশকেই উদ্দেশ্য মনে করিয়া উহা সঞ্চয় করে, তাহার কাছে একটি খোসা না থাকিলেও সে কামিয়াব। তাহার মস্তিষ্ক উহা দ্বারা অবশ্যই শক্তিশালী হইবে। আসল উদ্দেশ্য কি, এখন তাহাই বুঝুন। সকলেই জানে যে, শান্তি ও আরামের জন্যই মাল সঞ্চয় করা হয়। অতএব, শান্তি ও আরাম আসল বস্তু এবং ইহাই সারাংশ। এখন জিজ্ঞাসা করি, যদি কেহ মাল ছাড়াই শান্তি ও আরাম লাভ করিতে পারে, তবে সে কামিয়াব হইবে কি না? সে অবশ্যই কামিয়াব।

ইহা এমন—যেমন কাহারও নিকট শুধু বাদামের শাঁস আছে—খোসা নাই। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি অগাধ ধন-দৌলত থাকা সত্ত্বেও আরাম ও শান্তি না পায় তবে সে বিফল মনোরথ কি না? নিশ্চয়ই সে বিফল মনোরথ। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার নিকট শুধু বাদামের খোসা আছে—শাঁস মাত্রও নাই। এতএব, আমি জোরের সহিত দাবী করিয়া বলিতেছি যে, খোদার অনুগত বান্দার সমান দুনিয়ার আরাম-আয়েশ কেহ লাভ করিতে পারে না। সে এত বেশী আরাম উপভোগ করে যে, একজন বাদশাহ্‌ও তাহা পারে না। আপনি আমাকে এমন কোন দ্বীনদার ব্যক্তি দেখাইতে পারিবেন না, যে দুনিয়ার সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত। অথচ আমি আপনাকে এমন হাজার হাজার দুনিয়াদার ব্যক্তির কথা বলিতে পারিব, যাহারা সর্বদাই অসংখ্য উৎকণ্ঠা ও অগণিত চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমার নিকট দরিদ্রের চেয়ে ধনীরাই বেশী দয়ার পাত্র। কেননা, ধনীদের ন্যায় দরিদ্রদের এতবেশী চিন্তা নাই। আমার অধিকাংশ মৌলবী ভাই চাঁদার ব্যাপারে ধনীদের ঘাড়ে চাপ দেয় এবং তাহাদের নিকট হইতে বেশী আদায় করিতে চায়। কেননা, বাহ্যতঃ তাহারা দরিদ্রদের চেয়ে বেশী মালদার দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার খুব দয়া হয়। কারণ, তাহাদের নিকট মাল যেরূপ বেশী, তদ্রূপ চিন্তাও বেশী, খরচও বেশী। উদাহরণতঃ কাহারও মাসিক আমদানী পাঁচ শত টাকা হইলে তাহার খরচ মাসিক সাত শত টাকা। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হওয়াই যাবতীয় মানসিক যাতনা ও পেরেশানীর

www.BANGLAKITAB.com

মূল। পক্ষান্তরে যাহারা দরিদ্র, তাহাদের মাসিক আয়-ব্যয় প্রায়ই সমান হইয়া থাকে। তাহারা যে পরিমাণ উপার্জন করে সেই পরিমাণ খায় পরে; বরং উহা হইতে মাঝে মাঝে কিছু বাঁচাইয়াও রাখে। এই কারণে দরিদ্র ব্যক্তি দশ পয়সা হইতে সহজেই এক পয়সা চাঁদা দিতে পারে; কিন্তু ধনী ব্যক্তি এক হাজার টাকা হইতেও এক টাকা দিতে পারে না। কেননা, সে এক হাজার হইতেও বেশী টাকার ঋণী। সে এক টাকা দিলেও তাহাতে তাহার ঋণ বৃদ্ধি পাইবে। যে ব্যক্তি এই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, সে দরিদ্রদের চেয়ে ধনীদের প্রতি বেশী দয়া করিবে। বস্তুতঃ মানুষ তাহাদের বাহ্যিক আসবাবপত্র দেখিয়া তাহাদের ঘাড়েই বেশী চাপ দেয়। আমার মতে এই বেচারীদিগকে বেশী বিরক্ত করা উচিত নহে।

তাছাড়া দরিদ্র ব্যক্তির খরচ বাড়িয়া গেলে সে আমদানীও বাড়াইয়া দেয়। উদাহরণতঃ, এক ব্যক্তি আগে দুই আনা রোজ মজুরী করিত। কোন এক বৎসর জিনিসপত্রের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় সে তাহার মজুরীও বাড়াইয়া দিল এবং এখন চারিআনা রোজ মজুরী করে। যাহারা মজুর গ্রহণ করে তাহারা মজুর যে পরিমাণ চায় বাধ্য হইয়া তাহাই দেয়। অতএব, দরিদ্রদের আমদানী তাহাদের ইচ্ছাধীন আর ধনীদের আমদানী তাহাদের ইচ্ছার বাহিরে। তাছাড়া, ধনীদের সম্পর্কও ব্যাপকতর হইয়া থাকে। দরিদ্রদের সম্পর্ক এত ব্যাপক হয় না। গরীবের অতিরিক্ত নিজ বাড়ী, সন্তান-সন্ততি এবং দুই চারিটি জন্তু জানোয়ারের চিন্তা থাকে। পক্ষান্তরে ধনীদের চিন্তার অন্ত নাই। বাড়ীর চিন্তা পৃথক, বন্ধু-বান্ধব ও সরকারী অফিসারদের তোয়াজ করার চিন্তা পৃথক, এরপর বিষয় সম্পত্তিরও চিন্তা আছে। কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার জন্য চিকিৎসক আনার বন্দোবস্ত করিতে হয়। দরিদ্ররা প্রথমতঃ অসুস্থই হয় কম। আর কেহ হইলেও দুই চারি দিন বিছানায় গড়াগড়ি করিয়া আপনাআপনিই সুস্থ হইয়া উঠে। মোটকথা, ধনীরা অনেক সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে। এই সম্পর্ক যত বেশী হয়, মর্মস্পর্শী যাতনাও ততই বেশী হয়।

॥ আওলাদের শাস্তি ॥

হক তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا -

'তাহাদের মাল-দৌলত ও আওলাদ যেন আপনাকে বিস্ময়ে না ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলি দ্বারা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান।'

www.BANGLAKITAB.com

এখানে হক তা'আলা মাল ও আওলাদকে আযাবের হাতিয়ার আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিকই চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, মাল ও আওলাদের প্রাচুর্যতার ফলে চিন্তা ও মানসিক উৎকণ্ঠাও অনেক বাড়িয়া যায়। এই কষ্টই হইল পেরেশানীর স্বরূপ। ধনীরা অধিকাংশই ইহাতে পতিত। মালদার ব্যক্তির যদি আওলাদ না থাকে, তবে সে মালের ব্যাপারে চিন্তা করে যে, আমার পর এই মাল না জানি কাহার হাতে যাইয়া পৌঁছে। এই কারণে সে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। এরপর নিজেরই সন্তান হইয়া গেলে সে পেরেশান হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কাহারও নিকট মাল ও আওলাদ উভয়টিই থাকিলে সে এক চিন্তা হইতে রেহাই পায় বটে; কিন্তু সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার চিন্তা তবুও তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। সন্তানের যথোপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা কাহারও ক্ষমতার অধীন নহে। মাঝে মাঝে শত চেষ্টা করিলেও সন্তান অনুপযুক্তই থাকিয়া যায়। সন্তান উপযুক্ত হইলেও তাহার বিবাহের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। শত হয়রানীর পর বিবাহও হইয়া গেল, এখন তাহার সন্তানাদি হওয়ার চিন্তা দেখা দেয়। ছেলে নিঃসন্তান হইলে বিষয়-সম্পত্তি অন্যের হাতে চলিয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। মোটকথা, আজীবন কেবল এই পেরেশানীই ঘিরিয়া রাখে।

আমি জনৈকা বৃদ্ধাকে দেখিয়াছি। সে তাহার সন্তান-সন্ততিকে যারপরনাই স্নেহ করিত। রাত্রিকালে সকলকে লইয়া নিজেরই পালঙ্কের উপর শয়ন করিত। সন্তান বেশী হইয়া গেলে পালঙ্কের পরিবর্তে মাটির বিছানায় তাহাদিগকে লইয়া শয়ন করিত। এরপরও বার বার উঠিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেখিয়া লইত যে, সকলেই জীবিত আছে কি না। কাহারও কোনরূপ অসুখ হইলে বৃদ্ধার সারারাত্রিও চক্ষু মুদিত হইত না। জিজ্ঞাসা করি, এমতাবস্থায় আওলাদ আযাবের হাতিয়ার নহে কি?

খোদার কসম, যাহার অন্তরে মাত্র একজনের মহব্বত আছে, সে-ই প্রকৃত শান্তিতে আছে। সেই একজন কে? তিনি হইলেন খোদা তা'আলা। অন্তরে এক মাত্র খোদার মহব্বত প্রতিষ্ঠিত করার পর এইরূপ অবস্থা হওয়া উচিত:

یکے بین و یکے دان و یکے گوئے + یکے خواہ و یکے خواں و یکے جوے
خلیل آسا در ملک یقیں زن + نوائے لا احب الفلیں زن

(একে বীনও একে দানও একে গুয়ে + একে খাহ ও একে খাঁ ও একে জুয়ে খলীল আসা দর মূলকে ইয়াকীঁ যন + নাওয়ায়ে লা-উহিব্বুল আফেলীঁ যন)

'একজনকে দেখ, একজনকে জান, একজনকে বল, একজনকে চাও, একজনকে ডাক এবং একজনকে তালাশ কর;' ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ্‌র ন্যায় বিশ্বাসের দেশে চল এবং বল অস্তগামীদিগকে পছন্দ করি না"—তাই জনৈক খোদাতত্ত্বজ্ঞানী

www.BANGLAKITAB.com

বলেন ঃ

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار
بگزارند و خم طرهٔ یارے گیرند

(মাছলেহাত দীদ মান আঁনাস্ত কেহ্ ইয়ারা নেহামাকার
বগুযারান্দ ও খম তুর্‌রায়ে ইয়ারে গীরান্দ)

অর্থাৎ, আমার মতে ইহাই মঙ্গল যে, প্রেমিকগণ সমস্ত কাজ-কর্ম ছাঁড়িয়া প্রেমাস্পদের কেশগুচ্ছ ধরিয়া থাকিবে। আরও বলেন ঃ

دلارا میکه داری دل درو بند + دگر چشم از همه عالم فرو بند

(দিলারামেকেহ্ দারী দিল দরও বন্দ + দিগার চশ্‌ম আয্‌ হামা আলম ফেরুবন্দ)

'তোমার প্রেমাস্পদের মধ্যেই অন্তরকে আবদ্ধ রাখ এবং বাকী সমস্ত দুনিয়া হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া লও।'

॥ চিন্তা পেরেশানীর কারণ ॥

এ স্থলে কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, প্রথমে আপনি বলিয়াছিলেন যে, পেরেশানীর মধ্যেও সওয়াব পাওয়া যায়, আর এখন পেরেশানীর নিন্দা করিতেছেন। ইহার কারণ কি? উত্তর এই যে, পেরেশানী দুই প্রকার। (১) অনিচ্ছাকৃত ও (২) ইচ্ছাকৃত।

আমি প্রথম প্রকার পেরেশানীর ফযীলত বর্ণনা করিয়াছিলাম। অর্থাৎ, যদি কাহাকেও খোদার তরফ হইতে চিন্তা ও পেরেশানীতে লিপ্ত করা হয়, তবে তাহার উচিত উহাতেই সন্তুষ্ট থাকা। তখন চিন্তার কারণেই তাহার উন্নতি হইবে এবং সওয়াব বৃদ্ধি পাইবে। আমি দ্বিতীয় প্রকার পেরেশানীর নিন্দা করিতেছি। স্বেচ্ছায় পেরেশানীর বোঝা মাথায় লওয়া আদ্যন্ত কষ্টের কারণ বৈ কিছুই নহে। মোটকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বিষয়-আশয়ের সহিত সম্পর্ক রাখাই প্রকৃত পক্ষে কষ্টদায়ক। এই কারণে কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন যে, জাহান্নামের "সালাসীল ও আগলাল" (শিকল, গলাবন্ধ)-এর স্বরূপ হইল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়-আশয়ের সহিত সম্পর্ক রাখা। অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে খোদা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়-আশয়ের সহিত যে-সব সম্পর্ক রাখে, ঐ গুলিই জাহান্নামে শিকল ও বেড়ির আকৃতি ধারণ করিবে। মানুষ এই সব সম্পর্কের কারণে দুনিয়াতেও পেরেশান হয় এবং আখেরাতেও ঐ গুলিকে শিকলের আকৃতিতে পরিধান করিতে হইবে। অতএব, এমন মালদারকে কামিয়াব বলা যায় কি, যে অগাধ ধন-দৌলত সত্ত্বেও মনের শান্তি হইতে বঞ্চিত? কখনই নহে। হাঁ, যদি ধন-দৌলতের প্রতি অন্তরের টান না থাকে, তবে উহা আযাবের হাতিয়ার হইবে না। এমতাবস্থায় ধনাঢ্যতা মোটেই ক্ষতিকর নহে।

www.BANGLAKITAB.com

মোটকথা, আরাম ও সুখ-শান্তি হইল আসল উদ্দেশ্য। ইহা দুনিয়াতেও দ্বীনদাররাই উপভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং আখেরাতের সাফল্যও তাহাদের জন্য অবধারিত এবং দুনিয়ার সাফল্যও তাহাদের জন্যই। কেননা, দুনিয়াতে আত্মিক শান্তি একমাত্র তাহারাই ভোগ করে। আমি ইহাতে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, আত্মিক শান্তির সাথে সাথে শারিরীক শান্তিও তাহারাই ভোগ করে। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহারা অসুস্থ হয় না ; বরং অর্থ এই যে, অসুস্থতা ও বিপদাপদে তাহারা আত্মিক শান্তির সঙ্গে সঙ্গে শারিরীক দিক দিয়াও শান্তিতে থাকে। তাহারা বিপদাপদে অত্যন্ত স্থৈর্য ও নীরবতা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদারগণ এ সময়ে আত্মিক শান্তি দূরের কথা, শারিরীক শান্তিও হারাইয়া ফেলে। তাহাদের চোখে-মুখে আতঙ্ক বিরাজ করিতে থাকে এবং কথাবার্তায় বিহ্বলতা ও অধৈর্য ফুটিয়া উঠে।

উদাহরণতঃ, প্লেগ দেখা দিলে দ্বীনদাররা পেরেশান হয় না এবং ভীতি বিহ্বলপূর্ণ কথাবার্তা বলে না। অদ্য কতজন মরিয়াছে এবং কাল কতজন মরিয়াছে—তাহারা এ সব গণনা করিয়া ফিরে না। মজলিসে বসিয়াও এ সম্বন্ধে আলোচনা করে না ; বরং আপন কর্তব্য কর্মে মগ্ন থাকে। তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও ঘাবড়ায় না। প্লেগকে তাহারা পরওয়াও করে না। কারণ, তাহাদের রুচি হইল اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ 'নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর আমরা আপন খোদার নিকট পৌঁছিয়া যাইব।' অতএব, যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে মে'রাজ মনে করে, সে প্লেগকে ভয় করিবে কেন ? অধিকন্তু খোদাপ্রেমিকগণ ইহার জন্য আগ্রহান্বিত থাকেন। সেমতে হাফেয (রহ্ঃ) বলেন ঃ

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم + راحت جاں طلبم و ز پئے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسیر ایں غم روزے + تا در میکدہ شاداں و غزل خواں بروم

(খুর্‌রম আঁ রোয কেহ্ কযীঁ মন্‌যিলে ভিরাঁ বেরওয়াম
রাহাতে জাঁ তলবাম ওযপায়ে জানাঁ বেরওয়াম
নযর করদাম কেহ্ গর আয়াদ বসায়ের ইঁ গম রোযে
তাদর মায়কাদা শাদাঁ ও গযল খাঁ বেরওয়াম)

'ঐ দিন আনন্দিত হইব, যে দিন এই বিজন দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইব, প্রাণের শান্তি তলব করিব এবং প্রেমাস্পদের পিছনে পিছনে চলিব। মান্নত করিয়াছি যে, এই কষ্টের দিনগুলি শেষ হইলে আনন্দ করিতে করিতে ও গযল পড়িতে পড়িতে পান শালায় গমন করিব।,

তাঁহারা মৃত্যুকে এতই সুমিষ্ট মনে করেন যে, তজ্জন্য মান্নত পর্যন্ত করেন। ইহা হইল বড় দ্বীনদারদের অবস্থা। কিন্তু আপনি সাধারণ দ্বীনদারকেও দেখিবেন যে, সে প্লেগ দেখিয়া দুনিয়াদারদের ন্যায় পেরেশান হয় না।

www.BANGLAKITAB.com

আমি প্লেগ রোগে জনৈক হিন্দুকে মরিতে দেখিয়াছি। সে সকলের সহিত অবাধ মেলামেশা রাখিত। এই কারণে অসুস্থতার সময় তাহাকে দেখিবার জন্য হিন্দু মুসলমান সকলেই যাইত। আমি দেখিলাম যে, সে কেবল হায় হায় করিতেছে এবং ভীষণ পেরেশান অবস্থায় আছে। অথচ সে বিরাট ধনী ছিল, কিন্তু তখন ধন-দৌলত তাহার পেরেশানী মোটেই হ্রাস করিতে পারিল না।

আমি মুসলমানদিগকেও প্লেগ রোগে মরিতে দেখিয়াছি। তাহারা অত্যন্ত উৎফুল্লতার সহিত প্রাণ সমর্পণ করিত। একবার আমাদের এলাকায় খুব জোরেসোরে প্লেগ দেখা দিল। ইহাতে মাওলানা ফাতাহ্ মোহাম্মদ ছাহেব (রহ্ঃ)-এর মক্তবের বিদেশী ছাত্রগণ নিজ নিজ দেশে চলিয়া যাইতে লাগিল। কারণ, এই প্লেগেই মাওলানার এন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল। নূর আহ্মদ নামক জনৈক ১৮ বৎসর বয়স্ক তালেবে এল্মও বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। আসবাবপত্র গুছাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতেই তাহার জ্বর আসিল এবং গলগণ্ড প্রকাশ পাইল। সকলেই খুব দুঃখিত হইলেন যে, আহা বেচারীর মনে দেশে যাওয়ার জন্য কতই না আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর মধ্যে মৃত্যুর প্রস্তুতি চলিতেছে। কেহ কেহ তাহাকে সান্ত্বনা স্বরূপ বলিতে লাগিল, নূর আহমদ, ঘাবড়াইও না। ইন্শা আল্লাহ্ তুমি সুস্থ হইয়া উঠিবে এবং আরোগ্য লাভ করিয়া দেশে যাইবে। ইহাতে রুগ্ন নূর আহমদ বলিতে লাগিল, ব্যস, এখন আমার জন্য এরূপ দোআ করিবেন না। এখন খোদা তা'আলার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই মনে চায়। দোআ করুন, যাহাতে ঈমানের সহিত মরিতে পারি। তখন সকলেই জানিতে পারিল যে, বাড়ী যাওয়ার জন্য নূর আহ্মদের মোটেই আকাঙ্ক্ষা নাই। এর দুই এক দিনের মধ্যে তাহার এন্তেকাল হইয়া গেল। তাহার জানাযার মধ্যে আমি একটি নূর দেখিয়াছিলাম।

বন্ধুগণ, যাহারা খোদা তা'আলার প্রত্যেক হুকুমে রাযী তাহারা পেরেশান হইবে কেন? কম আহারে রাযী, ছেঁড়া বস্ত্রে সন্তুষ্ট, রোগে আনন্দিত—এমতাবস্থায় তাহাদের দুঃখ কিসের? দুনিয়াতে যাহা হইবার তাহাই হউক—তাহারা মোটেই পেরেশান হইবে না। কেননা, তাহারা সব কিছুকেই খোদার তরফ হইতে আগত মনে করে এবং هرچه از دوست میرسد نیکوست 'প্রেমাস্পদের নিকট হইতে যাহাই পাওয়া যায়, তাহাই ভাল।' আরও ঃ

هرچه آن خسرو کند شیرین بود

(হরচেহ্ আঁ খসরু কুনাদ শিরীঁ বুয়াদ)

'বাদশাহ্ যে কাজই করেন, তাহাই মিষ্ট।'

হযরত বাহ্লুল দানা জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন, আজকাল কিরূপে দিনাতিপাত করিতেছেন? উত্তর হইল, ঐ ব্যক্তির আনন্দের কথা কি জিজ্ঞাসা

www.BANGLAKITAB.com

করিতেছ—যাহার খাহেশের বিরুদ্ধে জগতে কোন কিছুই হয় না। জগতে যাহাকিছু হয়, সবই তাহার খাহেশ মোতাবেক হয়। বাহ্‌লুল বলিলেন, ইহা কিরূপে? উত্তর হইল-জগতে যাহা কিছু হয়, তাহা নিশ্চয়ই খোদা তা'আলার ইচ্ছানুরূপ হইয়া থাকে। আমি আপন ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে ফানা করিয়া দিয়াছি। সুতরাং এখন যাহা কিছু হইতেছে, তাহা আমার খাহেশেরও অনুরূপ হইতেছে।

বলুন, যে ব্যক্তি নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খোদার আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, তাহার চিন্তা কিসের? তাহার চেয়ে বেশী সুখ শান্তি আর কাহার হইবে? বন্ধুগণ, কোন খোদাপ্রেমিক যখন অসুস্থ হন, তখন তাঁহার নিকট যাইয়া দেখুন। তিনি নিঃস্ব হইলেও তাহাকে মোটেই পেরেশান দেখিবেন না।

॥ ধনীদের প্রতি সহানুভূতির অভাব ॥

এরপর কোন রাজ্যের শাসনকর্তার নিকট যাইয়া দেখুন অসুস্থ অবস্থায় সে যারপরনাই পেরেশান রহিয়াছে। বাহ্যতঃ যদিও তাহার খেদমতগার ও শুশ্রূষাকারী প্রচুর রহিয়াছে তবুও শান্তিতে নহে—দারুণ কষ্টে রহিয়াছে। অসুস্থ অবস্থায় ধনী ও বড়লোকদের ভাগ্যে খুব কমই মনঃপুত খাদেম ও শুশ্রূষাকারী মিলে। অধিকতর ইহাই দেখা গিয়াছে যে, অসুখে-বিসুখে শারিরীক শান্তিও দ্বীনদারগণ ধনীদের চেয়ে বেশী লাভ করিয়া থাকেন। আমি দেখিয়াছি কোন বুযুর্গ অসুস্থ হইলে তাঁহাকে মনে প্রাণে খেদমত করার মত বহু আত্মোৎসর্গকারী খাদেম জুটিয়া যায়, কিন্তু ধনীদের বেলায় এরূপ খাদেম একজনও জুটে না। তাহাদের খেদমতগার শুধু ভাসা ভাসা অন্তরে খেদমত করিয়া থাকে। কিন্তু কোন বুযুর্গ অসুস্থ হইলে প্রত্যেক মুরীদ ও প্রত্যেক আলেম অন্তরের সহিত তাঁহার আরোগ্য লাভের জন্য দোআ করে। পক্ষান্তরে ধনীদের জন্য একজনও অন্তরের সহিত দোআ করে না।

জনৈক বিত্তশালী লোক অসুস্থ হইলেন। চিকিৎসকরা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলে তাঁহার ওয়ারিসগণ উহা গোপন করিয়া ফেলিল। উদ্দেশ্য এই ঔষধ ব্যবহার করার পর তিনি আরোগ্য লাভ করিলে আবার সমস্ত মাল-দৌলত ও শাসন কার্য তাহার হাতেই থাকিয়া যাইবে। ইহা হইল মালদারদের অবস্থা। ইহার বিপরীতে আমি চরখাওল নামক স্থানের জনৈক মজুর শ্রেণীর লোককে দেখিয়াছি। সে অসুস্থ হওয়ার পর তাহার সন্তানগণ ও পরিবারের লোকগণ অযীফা পাঠ করত তাহার আরোগ্যলাভের জন্য দোয়া করিত। তাহারা মনে প্রাণে কামনা করিত যে, খোদা করুন, সে না মরুক এবং সুস্থ হইয়া উঠুক।

বলুন, এরপরও কি কেহ বলিতে সাহস করিবে যে, ধনাঢ্যতা দ্বারাই সাফল্য অর্জিত হয়? কখনই নহে; বরং সত্য এই যে, জাগতিক সাফল্যও দ্বীনদারী দ্বারাই

www.BANGLAKITAB.com

লাভ হয়। ইহার একটি প্রকাশ্য প্রমাণ এই যে, দুনিয়াদার ব্যক্তিরা দুনিয়ার প্রয়োজনাদি হাছিলের জন্য দ্বীনদারদের দ্বারে উপস্থিত হয়। আপনি হাজার হাজার দুনিয়াদারকে বুযুর্গদের দ্বারে ধর্না দিতে দেখিবেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াদারদের মতেও দুনিয়া শুধু দ্বীনদারদের নিকটই পাওয়া যায়। এই কারণেই তাহারা দুনিয়ার প্রয়োজনাদির কথা লইয়া দ্বীনদারদের খেদমতে উপস্থিত হয়। ইহার বিপরীতে আপনি কোন দ্বীনদার বুযুর্গকে দুনিয়ার প্রয়োজন লইয়া দুনিয়াদারদের নিকট যাইতে দেখিবেন না। অতএব, বুঝা গেল যে, দুনিয়াদারগণ পরমুখাপেক্ষী এবং দ্বীনদারগণ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে; যদিও তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। এগুলি বাস্তব ঘটনা। এরপর প্রত্যক্ষ ঘটনা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিতাবাদি পাঠেও জানা গিয়াছে যে, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। অর্থাৎ, দুনিয়াদাররা দ্বীনদারদের সর্বকালেই মুখাপেক্ষী হইয়াছে; কিন্তু দ্বীনদারগণ তাহাদের মুখাপেক্ষী হন নাই।

گدا بادشاهست و نامش گدا

(গাদা বাদশাহাস্ত ও নামাশ গাদা)

'ফকীর শুধু নামেই ফকীর নতুবা আসলে সে বাদশাহ।'

হাঁ, যদি এমন কোন দুনিয়াদার হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি দান করিয়াছেন, যেমন কোন আল্লার ওলী বাদশাহ্ও ছিলেন, তবে সে ঐ সময়কার সোলায়মান (আঃ)। এরূপ ব্যক্তি দ্বীনদারদের মুখাপেক্ষী নাও হইতে পারে; কিন্তু দ্বীনদারীর বদৌলতেই সে তাহাদের মুখাপেক্ষী হয় নাই। শুধু দুনিয়াদার হইলে সে কখনও দ্বীনদারদের মুখাপেক্ষী না হইয়া পারিত না। আমার বক্তব্যও এই বিষয়েই যে, কেহ শুধু একটি দৌলতের অধিকারী হইলে দ্বীন ও দুনিয়া এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল? এ প্রসঙ্গে আমি বলিতেছি যে, দ্বীনদারগণ মাল-দৌলত ছাড়াই কামিয়াব এবং দুনিয়াদারগণ দ্বীনদার ব্যতীত কামিয়াব হইতে পারে না; বরং সর্বদাই পেরেশান থাকিবে। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, দ্বীনদারী অবলম্বন করা ব্যতীত দুনিয়ার শান্তিও লাভ হইতে পারে না।

॥ অনুগত ও অবাধ্যের পার্থক্য ॥

কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ইউরোপবাসীরা দ্বীনদারী ব্যতিরেকেই শান্তিতে আছে। ইহা কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা শান্তিতে নহে। আপনি শুধু তাহাদের সাজসরঞ্জাম দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, তাহারা শান্তিতে আছে। অন্তরের শান্তিকেই আসলে শান্তি বলা হয়। খোদার কসম, বিধর্মীরা ইহা লাভ করিতে পারে না। এই উত্তরটির স্বরূপ সকলেই বুঝিতে সক্ষম নহে;

www.BANGLAKITAB.com

বরং বিধর্মীদের মনের খবর যাহাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারাই ইহার সত্যতা বুঝিতে পারে। এই কারণে আমি অন্য একটি উত্তর দিতেছি।

তাহা এই যে, ধরিয়া লইলাম তাহারা আরামে আছে; কিন্তু আপনি নিজেকে তাহাদের সহিত তুলনা করিতে পারেন না। তাহারা দ্বীনদারী ব্যতিরেকেই দুনিয়ার আরাম লাভ করিতে পারে; কিন্তু আপনি দ্বীন ব্যতীত কিছুতেই দুনিয়ার আরাম লাভ করিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে, আপনি হইলেন আনুগত্যের দাবীদার আর তাহারা দাবীদার নহে; বরং কুফরের পথ ধরিয়া খোদাদ্রোহী হইয়া গিয়াছে। অতএব, আপনার সহিত একজন আনুগত্যের দাবীদারের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। অর্থাৎ, কথায় কথায় পাকড়াও করা হইবে এবং শরীয়তের সীমার সামান্য বাহিরে পা বাড়াইলেই শাস্তি দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে তাহাদের সহিত বিদ্রোহীদের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। বিদ্রোহী প্রতি দিন একশত বার আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহাকে আংশিকভাবে পাকড়াও করা হয় না। উদাহরণতঃ বালকানী দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তুরস্ক সম্রাটের নির্দেশ অমান্য করে এবং একজন তুর্কী নাগরিকও সুলতানের কোন হুকুম অমান্য করে। এমতাবস্থায় বালকানী দেশীয় রাজ্যগুলির আংশিক বিরুদ্ধাচরণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না; বরং তাহাদিগকে বিদ্রোহের শাস্তি এক সঙ্গে দেওয়া হইবে। বিদ্রোহের পর তাহারা কি কি আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে—এ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা হইবে না। কেননা, বিদ্রোহ স্বয়ং এত বড় অন্যায় যে, ইহার সম্মুখে অন্যান্য অপরাধ অস্তিত্বহীন। পক্ষান্তরে কোন তুর্কী নাগরিক আইনের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ করিতেই সে অনতিবিলম্বে শাস্তির যোগ্য হইয়া পড়ে। কেননা, সে নিজেকে সুলতানের অনুগত বলিয়া যাহির করে। এই কারণে তাহাকে প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পাকড়াও করা হইবে।

আলোচ্য বিষয়েও তদ্রূপ মনে করুন: সামান্য বিরুদ্ধাচরণের ফলেই মুসলমানকে শাস্তি দেওয়া হয়। কোন গোনাহ্ করিতেই – কালবিলম্ব না করিয়া তাহার দুনিয়ার শান্তি ছিনাইয়া লওয়া হয়। বাহ্যিক সাজসরঞ্জাম তাড়াতাড়ি ছিনাইয়া না লইলেও অন্তরের শান্তি ছিনাইয়া লইতে মোটেই বিলম্ব করা হয় না। অথচ অন্তরের শান্তিই হইল সাফল্যের আসল স্বরূপ। এইরূপ ছিনাইয়া লওয়ার কারণ এই যে, মুসলমান আনুগত্যের দাবীদার, পক্ষান্তরে কাফেরদের আংশিক কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ করা হয় না। তাহাদিগকে বিদ্রোহের সাজা এক সঙ্গে দেওয়া হইবে। এই সাজা দেওয়ার জন্য একটি মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে।

এই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া আপনি বলিতে পারেন যে, তবে আনুগত্যের দাবী না করিয়া বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করাই তো শ্রেয়ঃ। ইহাতে কমপক্ষে প্রতিদিনকার পাকড়াও হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। বুঝিয়া লউন, অনুগত

www.BANGLAKITAB.com

ব্যক্তির সাজা এখনই হইয়া যাইবে। এই সাজা ভোগ করার পর সে অনন্তকাল শান্তিতে থাকিবে। উদাহরণতঃ, কোন তুর্কী চুরি কিংবা যিনা করিলে তখনই কিছু দিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখা হইবে। জেলের মেয়াদ শেষ হইলে সে আবার সরকারী বিভাগে চাকুরী লইতে পারে এবং সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহীকে কয়েকদিন কিংবা কয়েক বৎসর কিছু বলা না হইলেও যখন ধরা হইবে, তখন তাহার শাস্তি ফাঁসির চেয়ে কম হইবে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি খোদা তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবে, তাহাকে দুনিয়াতে কিছুদিন সুখে-শান্তিতে থাকিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন ধরা হইবে, তখন অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নামের আযাব ভোগ করা ব্যতীত তাহার অন্য কোন শাস্তি হইবে না। ইহার পর আপনি স্বাধীন, এতদুভয়ের যে কোন পথ অবলম্বন করুন।

মোটকথা, দুই উপায়েই সুখ-শান্তি লাভ করা যায়। হয় সম্পূর্ণ বিদ্রোহী হইয়া, এমতাবস্থায় বিদ্রোহের সাজা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শান্তিতে থাকা যাইবে—না হয় সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া এমতাবস্থায় চিরকালের জন্য শান্তি লাভ হইবে। দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। কিন্তু অনুগত ও নাফরমান উভয়টি হইয়া দুনিয়ার শান্তি লাভ হইবে না। তবে আখেরাতে কিছু শাস্তি ভোগ করার পর শান্তি পাওয়া যাইবে। সারকথা এই যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—যাহা সাফল্যের বুনিয়াদ, পূর্ণ দ্বীনদারী ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে।

এই বিষয়বস্তুটি বর্ণনা করার কারণ এই যে, আজকাল সকলেই সাফল্যকামী, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই দুনিয়ার সাফল্য তলব করে। এজন্য আমি বলিয়া দিয়াছি যে, দুনিয়ার সাফল্যও ধর্মের অনুসরণ করিলে অর্জন করা যায়। ধর্মের অনুসরণ ব্যতীত মুসলমান ইহা অর্জন করিতে পারিবে না! এক্ষণে মুসলমানগণই আমার সম্বোধনের লক্ষ্য। এই মাসআলাটি আয়াতের لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'যাহাতে তোমরা কামিয়াব হইতে পার' অংশ হইতে বুঝা গেল। এখানে لَعَلَّ শব্দটি সন্দেহের জন্য নয়; বরং আশান্বিত করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সব আ'মল পালন করিয়া সাফল্যের জন্য আশাবাদী হও। ইহা হইতে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, ইহাতে কোনরূপ ওয়াদা দেওয়া হয় নাই। কাজেই সাফল্য লাভ নাও হইতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহা বাদশাহ্সুলভ কালাম। বাদশাহ্ কাহাকেও আশা দিয়া নিরাশ করেন না। বাদশাহ্সুলভ কালামে আশাবাদী হওয়া হাজার হাজার মজবুত ওয়াদা হইতেও বেশী আশাব্যঞ্জক। সন্দেহ দূর করণার্থে হক তা'আলা কোন কোন স্থানে মজবুত ওয়াদাও করিয়াছেন। সে মতে একস্থানে বলেন: حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'মোমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।'

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে হক তা'আলা সকল ক্ষেত্রেই এরূপ حَقًّا عَلَيْنَا বলিলেন না কেন? কোন কোন স্থানে لَعَلَّكُمْ বলিলেন কেন?

www.BANGLAKITAB.com

ইহাতে একটি রহস্য আছে। আহ্‌লে সুন্নত সম্প্রদায় ইহা বুঝিয়াছেন। তাহা এই যে, মজবুত ওয়াদার পর কোন কোন স্থানে لعلكم বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছে যে, আমি ওয়াদা করিয়া অপারগ হইয়া যাই নাই ; বরং এখনও প্রতিদান দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন। তোমাদের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, আমাকে তাগিদ কর এবং ওয়াদা পালন করিতে বাধ্য মনে করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বকিতে থাক। আমার শান এইরূপ : لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ 'খোদা তা'আলা যাহা করেন তজ্জন্য কাহারও কাছে জিজ্ঞাসিত হইবেন না, কিন্তু বান্দারা জিজ্ঞাসিত হইবে।'

ইহা স্বতন্ত্র কথা যে, আমি ওয়াদা করিলে তাহা অবশ্যই পালন করিব, কিন্তু তজ্জন্য বাধ্য নহি ; বরং ওয়াদা করার পরও আমি পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। কাজেই তোমরা لَعَلَّكُمْ-এর অর্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখ لَأَنَّ-এর জন্য গর্ব করিও না যদিও আমার নিকট لَعَلَّ শব্দটি لَأَنَّ শব্দটির ন্যায়ই মজবুত। একমাত্র আহ্‌লে সুন্নত সম্প্রদায়ই এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি সম্যক বুঝিয়াছেন। এক্ষেত্রে মো'তাযেলা সম্প্রদায়ই বহু ধোকা খাইয়াছে। তাহাদের মতে কোন কোন বিষয় খোদার জন্যও ওয়াজেব। এ পর্যন্ত প্রথম ও শেষাংশ বর্ণিত হইল।

॥ সাফল্য যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ॥

এখন আমি আয়াতের মধ্যস্থলে উল্লেখিত আহ্‌কাম বর্ণনা করিব। এইসব আহ্‌কামের উপরই সাফল্য নির্ভরশীল রাখা হইয়াছে। এগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় সঙ্কীর্ণ। এইজন্য সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়া দিব। সম্পূর্ণ বিস্তারিত অবশ্য হইবে না, তবুও কিয়ৎপরিমাণে যে হইবে না, তাহা নহে। চারিটি বিষয়ের উপর সাফল্য নির্ভরশীল। (১) اِصْبِرُوْا 'ধৈর্য ধারণ কর' (২) وَصَابِرُوْا 'এবং মোকাবিলার সময় ধৈর্যশীল থাক' (৩) وَرَابِطُوْا 'এবং মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাক' এবং (৪) وَاتَّقُوا اللّٰهَ 'খোদাকে ভয় কর।'

আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে, এই সব আহ্‌কামের সম্বন্ধ সমস্ত সূরার বরং পূর্ণ শরীয়তের এমন কি যাবতীয় জাগতিক মঙ্গালামঙ্গলের সহিত রহিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা বর্ণনা করিতে চাই। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, আ'মল দুই প্রকার। (১) যে আ'মলের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং (২) যে আমলের সময় উপস্থিত হয় নাই। এখানে একটি নির্দেশ প্রথম প্রকারের সহিত এবং একটি নির্দেশ দ্বিতীয় প্রকারের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। প্রথম প্রকারের সহিত اصبروا নির্দেশটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, যে আ'মলের সময় উপস্থিত হইয়া পড়ে উহাতে ধৈর্যধারণ কর এবং অটল থাক। অতএব, اصبروا অংশের মধ্যে হক তা'আলা উপস্থিত আ'মলসমূহে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ

www.BANGLAKITAB.com

দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক কাজ পাবন্দী ও দৃঢ়তার সহিত করাই দ্বীনদারীর অর্থ। আজকাল মানুষ জোশ ও আবেগের মাথায় অনেক কাজ শুরু করিয়া দেয়, কিন্তু পরে শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা হয় না। ইহা কামেল দ্বীনদারী নহে। এই কারণে যতটুকু কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা যায়, খোদা তা'আলা ততটুকু কাজ করিতেই বলিয়াছেন। সমস্ত ওয়াজেব, ফরয ও সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা কঠিন নহে। এরচেয়ে বেশী কাজ হইলে অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক শেষ পর্যন্ত কুলাইয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের উচিত এতটুকু কাজই হাতে লওয়া, যতটুকু স্থায়ীভাবে শেষ পর্যন্ত করিতে পারে। অতএব, اصبروا নির্দেশটির সম্বন্ধ হইল উপস্থিত কাজ-কর্মের সহিত।

উপস্থিত কাজ-কর্মও দুই প্রকার (১) যে-কাজের সম্বন্ধ শুধু নিজের সহিত এবং (২) অন্যের সহিতও যেকাজের সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধে صابروا নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, অন্যের সহিত কাজ করার বেলায় ছবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর। কিছু সংখ্যক লোক ব্যক্তিগত কাজ করিতে পারে। যেমন, নামায ইত্যাদি; কিন্তু অন্যের ব্যাপারে মোটেই সাহস প্রদর্শন করে না। কিছু সাহস দেখাইলেও তাহা অন্যের তরফ হইতে বাধা না আসা পর্যন্তই দেখাইতে পারে। কেহ বাধা দিলেই তাহারা সাহস হারাইয়া ফেলে। উদাহরণতঃ, শাদী-বিবাহের কু-প্রথার বেলায় অনেকেরই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের প্রতিবন্ধকতা এড়াইতে পারে না। পাত্রীপক্ষ ইচ্ছামত পাত্রপক্ষকে নাচাইয়া ছাড়ে। অতঃপর তাহারা ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়তা বজায় রাখিতে পারে না। এ সম্বন্ধে صابروا নির্দেশে বলা হইয়াছে যে, অন্যের মোকাবিলার সময়ও অটল থাক। তদ্রূপ কখনও খোদার শত্রুগণ ধর্মের ব্যাপারে বাধাদান করিতে থাকিলে তাহাদের মোকাবিলায়ও অটল থাকিতে صابروا অংশে নির্দেশ রহিয়াছে।

মোটকথা, যেসব কাজ-কর্মে অন্যের মোকাবিলা করিতে হয় না, উহাদিগকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা সহকারে সম্পাদন করার নির্দেশ اصبروا অংশে দেওয়া হইয়াছে আর যেগুলিতে অন্যের সহিত মোকাবিলা করিতে হয়, উহাতে অটল থাকার নির্দেশ صابروا অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। এইগুলি হইল উপস্থিত কাজকর্ম। এমন কিছু কাজকর্মও আছে যাহাদের এখনও সময় আসে নাই।

॥ رابطوا অংশের তফ্‌সীর ॥

উহাদের সম্বন্ধে رابطوا বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার সারমর্ম এই যে, এইসব কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এই অর্থ বুঝার কারণ এই যে, অভিধানে رباط শব্দের অর্থ শত্রুর মোকাবিলায় সীমান্তে ঘোড়া সন্নিবেশ

www.BANGLAKITAB.com

করা অর্থাৎ, ব্যূহ রচনা করা। ইহা জানা কথা যে, ব্যূহ রচনা পূর্ব হইতেই মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসাবে করা হয়। ইহা হইল رباط -এর আভিধানিক তফ্‌সীর।

ইহার অপর একটি তফ্‌সীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই— اِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ, এক নামায পড়ার পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এ সম্বন্ধে হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন : فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ 'ইহাই রিবাত—ইহাই রিবাত।' এই তফ্‌সীরে ও প্রথম তফ্‌সীরে কোনরূপ বিরোধ নাই; বরং এই হাদীসে হুযূর (দঃ) আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যে, রিবাত শুধু বাহ্যিক শত্রুর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে; বরং বাহ্যিক শত্রুর ন্যায় আত্মিক শত্রু অর্থাৎ, নফ্‌স ও শয়তানের মোকাবিলায়ও রিবাত হইয়া থাকে। উহা বাহ্যিক মুজাহাদার রিবাত এবং ইহা আত্মিক মুজাহাদার রিবাত। অন্য এক হাদীসে হযরত (দঃ) এই বিষয়টিকে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ -

অর্থাৎ, 'মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি, যে আপন নফ্‌সের মোকাবিলায় মুজাহাদা করে এবং মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে গোনাহ্ খাতা ত্যাগ করে।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নফসের সহিত মুজাহাদা করাও এক প্রকার মুজাহাদা এবং ইহার জন্যও রিবাত আছে। বাহ্যিক শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য যেমন পূর্ব হইতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ নফ্‌স ও শয়তানের মোকাবিলায়ও ব্যূহ রচনার প্রয়োজন আছে। কেননা, ইহাও যথেষ্ট পরাক্রমশালী শত্রু। ব্যূহ রচনা ব্যতীত ইহাকে কাবু করা কঠিন। তাই কবি বলেন :

اے شہاں کشتیم ما خصمے بروں + ماند خصمے زو تبر در اندروں

(আয় শাহাঁ কুশ্‌তীম মা খছমে বেরুঁ + মানদ খছ্‌মে যু তবর দর আন্দরুঁ)

'হে বুযুর্গগণ! আমরা বাহ্যিক শত্রু হত্যা করিয়াছি; কিন্তু আভ্যন্তরীণ শত্রু অর্থাৎ, নফ্‌স রহিয়া গিয়াছে। ইহা বাহ্যিক শত্রু হইতেও ভয়ঙ্কর।' আরও বলেন :

کشتن ایں کار عقل و ہوش نیست + شیر باطن سخرۂ خرگوش نیست

(কুশ্‌তানে ঈ কারে আক্‌ল ও হুশ নীস্ত + শেরে বাতেন সাখ্‌রায়ে খরগোশ নীস্ত)

অর্থাৎ, 'এই আভ্যন্তরীণ শত্রুকে পদানত করা বুদ্ধি-বিবেকের কাজ নহে কেননা, আভ্যন্তরীণ সিংহ খরগোশের (বুদ্ধি-বিবেকের) ফাঁদে পড়ে না। অতএব, উহাকে পদানত করার জন্য হযরত (দঃ)-এর শিক্ষার অনুসরণ করা অত্যাবশ্যকীয়। রিবাত অর্থাৎ নামাযের পর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ঐ শিক্ষারই একটি অংশ। নফসের পক্ষে এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন। কেননা ইহাতে কোন আনন্দরস নাই। ব্যস, নামায পড়িয়া খালি খালি বসিয়া থাকা এবং অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা।

www.BANGLAKITAB.com

আজকাল কেহ কেহ প্রশ্ন করে যে, এইভাবে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকায় লাভ কি? আমি বলি, ইহাতে দুইটি উপকার নিহিত আছে। প্রথমতঃ নফসকে এবাদতে জমানো হয়। দ্বিতীয় উপকারটি হযরত (দঃ) এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন। তাহা এই ঃ اِنَّ الْعَبْدَ فِى الصَّلٰوةِ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ —বান্দা যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে নামাযেই থাকে। অর্থাৎ, নামায পড়িলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলেও সেই সওয়াবই পাওয়া যায়। যেহেতু সওয়াব জিনিসটি চোখে দেখা যায় না, তাই এইরূপ অপেক্ষা করা নফসের জন্য বোঝাস্বরূপ। এই কারণেই হুযূর (দঃ) ইহাকে রিবাত আখ্যা দিয়াছেন। ইহা রিবাতের দ্বিতীয় তফসীর। ইহা প্রথম তফসীরেরও সমর্থন করে। উভয় তফসীরেই একটি বিষয় সমভাবে বিদ্যমান আছে। তাহা হইল অনাগত এবাদত ও কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা। সুতরাং رباط-এর মূল অর্থ হইল প্রস্তুতি বা তৈরী। এই কারণেই আমি ارابطو-এর তফসীরে বলিয়াছি ঃ যেসব কাজের সময় উপস্থিত হয় নাই, উহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

অতএব, যেসব কাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে, উহাদের বেলায় ছবর এবং যেসব কাজের সময় এখনও আসে নাই উহাদের বেলায় রিবাতের প্রয়োজন। ধর্মের সারমর্ম ইহাই। অর্থাৎ, যেসব কাজের সময় আগত, উহাদিগকে পাবন্দী ও দৃঢ়তা সহকারে সম্পাদন করা এবং যেসব কাজের সময় অনাগত উহাদের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কখনও নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে; বরং এইরূপ অবস্থা হওয়া উচিত ঃ

اندریں راہ می تراش و می خراش + تا دم آخر دمے فارغ مباش
تا دم آخر دمے آخر بود + کہ عنایت باتو صاحب سر بود

(আন্দরীঁ রাহ্ মীতারাশ ও মীখারাশ + তা দমে আখের দমে ফারেগ মবাশ
তা দমে আখের দমে আখের বুয়াদ + কেহ্ এনায়েত বাতু ছাহেব সর বুয়াদ)

অর্থাৎ, 'এই পথে খুব পরিশ্রম কর এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষান্ত হইও না। কেননা, শেষ পর্যন্ত এমন কোন মুহূর্ত অবশ্যই আসিবে, যখন খোদা তা'আলার মেহেরবানী তোমার সঙ্গী হইয়া যাইবে।'

ব্যস, দ্বীনদারী হইল মানুষের উপর সর্বদাই একটি ধোন চাপিয়া থাকা। কাজে লাগিয়া থাকা কিংবা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা।

॥ আল্লাহ্র সহিত সম্পর্কের উপায় ॥

মুসলমানগণ! একজন অপ্রকৃত প্রেমাস্পদের বেলায় যে অবস্থা দেখা দেয়, খোদার বেলায়ও কমপক্ষে সেইরূপ হওয়া উচিত। অপ্রকৃত প্রেমাস্পদের বেলায়

www.BANGLAKITAB.com

আশেক তাহার ধ্যানেই সর্বদা মগ্ন থাকে। দুনিয়ার সমস্ত কাজকারবারও করে; কিন্তু তাহার কল্পনা কখনও মন হইতে উধাও হয় না। তাহার অবস্থা হয় এইরূপ ঃ

چو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد

(চু মীরাদ মুব্‌তলা মীরাদ চু খীযাদ মুবতলা খীযাদ)

'মরিলেও তাহার খেয়ালে মগ্ন, জীবিত থাকিলেও তাহার ধ্যানে মত্ত।' জীবন্মৃত পতিতার আশেকের যে অবস্থা হয় খোদার তালেবেরও কমপক্ষে সেইরূপ অবস্থা হওয়া উচিত। পতিতার কল্পনা কখনও আশেকের অন্তর হইতে দুরিভূত হয় না।

عشق مولی کے کم از لیلی بود + گوی گشتن بہر او اولی بود

(এশকে মাওলা কায় কম আয লায়লা বুয়াদ + গু গাশ্‌তান বহ্‌রে উ আওলা বুয়াদ)

'খোদার এশ্‌ক লায়লীর এশ্‌ক হইতে কম কিসে? বরং তাহা অপেক্ষা আরও অগ্রগামী। কাজেই তাঁহার অনুগত হওয়া আরও বেশী উত্তম।'

বন্ধুগণ! খোদার মহব্বত কি সৃষ্টজীবের মহব্বত হইতেও কম হইয়া গেল? কম না হইয়া থাকিলে খোদার জন্য তদ্রূপ প্রযত্ন নাই কেন? খোদার কসম, যে সত্যিকার তালেব হইবে, তাহার অন্তরে সর্বদাই খোদাকে লাভ করার জন্য অদম্য প্রেরণা থাকিবে। এই শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধেই কোরআনে বলা হইয়াছে ঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ

'তাহারা এমন লোক যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনাবেচা তাহাদিগকে খোদার স্মরণ হইতে গাফেল করিতে পারে না।'

জনৈক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করে যে, আমরা দুনিয়ার কাজ-কারবারও করিব, তৎসঙ্গে খোদা তা'আলাকেও স্মরণ রাখিব—ইহা কিরূপে হইতে পারে? আমি বলিলাম, যেমন খোদার কাজ করার সময় আপনার দুনিয়া স্মরণ থাকে, তদ্রূপ দুনিয়ার কাজ করার সময় খোদার স্মরণ হইতে পারে। এক কাজ করার সময় যদি অন্য কাজ স্মরণ না থাকে, তবে নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের সময় দুনিয়া স্মরণ থাকে কিরূপে। দুনিয়ার কাজ-কারবারের সঙ্গে খোদা স্মরণ থাকা আশ্চর্যজনক হইলে নামাযে দুনিয়া স্মরণ থাকাও আশ্চর্যজনক হইবে। ইহা আশ্চর্যজনক না হইলে উহা আশ্চর্যজনক হইবে কেন?

আসল কথা এই যে, যে জিনিস অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, উহা সকল কাজের সময়ই স্মরণ থাকে। আমাদের অন্তরে দুনিয়া ঘর করিয়া বসিয়াছে। এই কারণে খোদার কাজের বেলায়ও ইহা স্মরণ থাকে। কোন দিন যদি খোদা আমাদের অন্তরে ঘর করিয়া লয়, তবে দুনিয়ার কাজের সময় তাঁহারও স্মরণ থাকিবে। প্লেগ রোগের বদৌলতে ইহার একটি নযীর পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা একটি হাদীসের অর্থও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

www.BANGLAKITAB.com

اِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَاِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ -

অর্থাৎ, 'সকাল হইলে তোমার অন্তরে যেন বিকালের চিন্তা না থাকে এবং বিকাল হইলে যেন সকালের চিন্তা না থাকে। তুমি নিজকে কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য কর।' হুযুর (দঃ)-এর এই এরশাদ কিছু সংখ্যক লোকের বুঝে আসিত না। তাহারা বলিত যে, নিজকে এরূপ মনে করিলে দুনিয়ার সমস্ত কাজকারবার বন্ধ হইয়া যাইতে বাধ্য। কেহই দুনিয়ার কোন কাজ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু প্লেগ এই সমস্যাটির সমাধান করিয়া দিয়াছে। প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার সময় দুনিয়ার কোন কাজকারবার বন্ধ থাকে নাই। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে, কৃষক কৃষিকাজে ব্যস্ত রহিয়াছে, চাকুরীজীবি চাকুরীর কাজে লাগিয়া রহিয়াছে। রেল, তার, ডাক ও কারখানা পূর্বের ন্যায় চালু রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও কেহই সকাল বেলায় বিকালের আশা করিত না এবং বিকাল বেলায় সকালের আশা করিত না। প্রত্যেকের মনেই মৃত্যুর বিভীষিকা বিরাজমান ছিল। কাজেই তখন সমস্ত কাজকর্মও চলিল এবং মৃত্যুর 'মোরাকাবা' (ধ্যান)-ও সামিল হইয়া গেল।

হুযুর (দঃ) ইহাই বলিয়াছেন যে, প্লেগ ও কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় তোমরা যেরূপ হইয়া যাও, বার মাস তদ্রূপই থাক। কিন্তু আজকাল অবস্থা এই যে, কোনরূপে প্লেগ বিদায় হইতেই মানুষ আবার নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। খোদাতা'আলা এখন যেন তাহাদিগকে মারিতেই পারিবেন না। প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় যেমন সব কাজ-কর্মের সহিত মৃত্যুর কল্পনাও লাগিয়া থাকে এবং ইহাতে কোন কাজে বাধা সৃষ্টি হয় না, তদ্রূপ খোদাপ্রেমিকদের দুনিয়ার কাজকর্ম করার সময় খোদাও স্মরণ থাকে। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

'তাহারা এমন লোক যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনাবেচা তাহাদিগকে খোদার স্মরণ হইতে গাফেল করিতে পারে না।'

দুনিয়ার কাজে তাঁহাদের কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا আয়াতে উল্লেখিত এইসব নির্দেশেরও সারমর্ম ইহাই যে, যে সময়ের যে কাজ, তাহা করিয়া যাও। যে কাজের সময় এখনও আসে নাই; উহার ধ্যানে থাক এবং পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাক। (আল্লাহ্র আহ্কামের ধ্যানে থাকা এবং উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাও আল্লাহ্র যিক্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে খোদার স্মরণ অন্তরে গাথিয়া যায়।)

www.BANGLAKITAB.com

॥ আনন্দ লক্ষ্য নহে ॥

اصبروا বলায় আরও একটি মাসআলা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, আসল লক্ষ্য হইল আহ্‌কামের পাবন্দী করা—আনন্দ লক্ষ্য নহে। অতএব, কেহ পাবন্দী সহকারে আহ্‌কাম পালন করিলে যদিও আনন্দ ও স্বাদ না পায় তবুও সে উদ্দেশ্যে সফলকাম। নিরানন্দ কাম্য না হইলে হক তা'আলা اصبروا ধৈর্য ধারণ কর' বলিতেন না। অতএব, স্থানে স্থানে যত্ন সহকারে اصبروا বলায় বুঝা যায় যে, আনন্দ উদ্দেশ্য নহে; বরং ছবর ও দৃঢ়তা উদ্দেশ্য। পরিতাপের বিষয়, আজকাল অনেক 'সালেক' (খোদার পথের পথিক) ব্যক্তি এইভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, হায়, আমরা এবাদতে আনন্দ পাই না। এই অবস্থাটিকে তাহারা এবাদতের ত্রুটি মনে করে। প্রকৃত পক্ষে ইহা নফ্‌সের একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। নফ্‌স দুনিয়াতেও আনন্দ পাইতে চায়। অথচ এবাদত দ্বারা দুনিয়াতে আনন্দ লাভ কাম্য নহে; বরং ইহার ফলে আখেরাতে আনন্দ লাভ হইবে। কিন্তু চাওয়া ব্যতিরেকেই যদি কেহ আনন্দ পাইয়া ফেলে, তবে এই আনন্দও অনর্থক নহে; বরং ইহা খোদা তা'আলার একটি নেয়ামত। ইহাকে হেয় মনে করা সমীচীন নহে। কেননা, কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহা খুবই উপকারী। কাজেই এই দৌলত যাহার লাভ হয়, সে কষ্টের সওয়াবের কথা শুনিয়া আনন্দের অবসান যেন মনে না করে। পক্ষান্তরে ইহা কাহারও লাভ না হইলে সে যেন ইহার পিছনেও না পড়ে। মোটকথা, খোদা তা'আলা যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তিনি তোমাদের জন্য যে অবস্থাকে মঙ্গলজনক মনে করেন, উহাই উত্তম :

بگوش گل چه سخن گفتهٔ که خندان ست
بعندلیب چه فرمودهٔ که نالان ست

(বগুশে গোল চেহ্ সখোন গুফ্‌তায়ী কেহ খান্দাঁ আস্ত
বএন্দালীব চেহ্ ফরমুদায়ী কেহ নালাঁ আস্ত)

'ফুলের কানে কি বলিয়া দিয়াছ যে, সে কেবল হাস্য করে এবং বুলবুলকে কি বলিয়াছ যে, সে কেবলই কাঁদে।'

উদাহরণতঃ, চিকিৎসক এক রোগীকে হাব্বে আয়ারেজ দেয় এবং এক রোগীকে খামীরা গাওযবান দেয়। এক্ষেত্রে কেহ প্রতিবাদ করে না যে, তাহাকে মিষ্ট ঔষধ এবং আমাকে তিক্ত ঔষধ কেন দিলেন? এব্যাপারে সকলেই জ্ঞানী হইয়া যায় এবং বলে যে, ভাই, তাহার জন্য ইহাই উপকারী এবং ঐ ব্যক্তির জন্য উহাই মুনাসিব। কিন্তু আত্মিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষ চিকিৎসকের কার্যে প্রতিবাদ করিয়া বলে যে, অমুককে খোদা তা'আলা আনন্দিত ও উৎফুল্ল রাখিলেন, আর আমাকে কষ্ট ও সঙ্কোচ দিয়াছেন। জানি না, সে খোদার প্রিয় কেন?

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধুগণ, কেহই প্রিয় নহে—সকলেই গোলাম। গোলামের প্রস্তাব দেওয়ার কোন অধিকার নাই। গোলামের অবস্থা গল্পে বর্ণিত এই গোলামের ন্যায় হওয়া উচিত। গল্পটি এইরূপ : কেহ একটি গোলাম ক্রয় করতঃ বাড়ী আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি ? গোলাম বলিল, এতদিন যে নাম ছিল, তাহা তো ছিলই আজ হইতে আপনি আমাকে যে নামে ডাকিবেন, তাহাই আমার নাম হইবে। মালিক জিজ্ঞাসা করিল, তোর খাদ্য কি ? গোলাম বলিল এতদিন যাহাই খাইতাম, কিন্তু আজ হইতে আপনি যাহা খাওয়াইবেন, আমি তাহাই খাইব। বন্ধুগণ, গোলামের রুচি এইরূপ হওয়া দরকার।

زنده کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو
دل شده مبتلاء تو هرچه کنی رضائے تو

(যিন্দা কুনী আতায়ে তু ওর বকুশী ফেদায়ে তু
দিল শোদাহ্ মুব্তালায়ে তু হরচেহ্ কুনী রেযায়ে তু)

'জীবিত রাখ তোমার অনুগ্রহ, আর মারিয়া ফেল তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ। আমার অন্তর তোমার এশ্কে বিভোর! যাহাই করিবে, তোমার মর্জিতেই আমি খুশী।' আর এই ধর্ম হওয়া উচিত :

خوشا وقت شوریدگان غمش + اگر ریش بینند وگر مرهمش
گدایان از بادشاهی نفور + بامیدش اندر گدائی صبور
دمادم شراب الم در کشند + وگر تلخ بینند دم در کشند

(খোশা ওয়াক্তে শোরীদগানে গমাশ + আগর রীশ বীনান্দ ওগার মরহমশ
গাদায়াঁ আয বাদশাহী নুফুর + বউম্মেদাশ আন্দর গাদায়ী ছবুর
দমাদম শরাবে আলম দর কাশান্দ + ওগার তল্খ বীনান্দ দম দর কাশান্দ)

'তাঁহার চিন্তায় মত্তদের সময় খুবই মোবারক—আঘাত পাউক বা নম্র ব্যবহার। ফকিরগণ বাদশাহীকে ঘৃণা করেন। তাঁহার আশায় তাঁহারা দারিদ্র্যের মধ্যেই ধৈর্য্য ধারণ করেন। তাঁহারা অহরহ কষ্টের শরাব পান করেন তিক্ত মনে হইলেও নিশ্চুপ থাকেন।'

মহব্বতের পথ এমনি বস্তু যে, ইহাতে তালেবের প্রস্তাব করার কোন অধিকার নাই। নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার নামই মহব্বত। কাজেই এরূপ রব কেন উঠে যে, হায়, এমন হইলে ভাল হইত, অমন হইলে ভাল হইত! বন্ধুগণ, আজকাল তো এবাদতে শুধু নিরানন্দ ও বিস্বাদই আছে। ইহাতেই আপনি ঘাব্ড়াইয়া গিয়াছেন। বুযুর্গগণ এক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন আপনি উহাদের সম্মুখীন হইলে আসল স্বরূপই উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত।

www.BANGLAKITAB.com

॥ বুযুর্গদের পরীক্ষা ॥

এই পথে বুযুর্গগণ এমন সব নির্মমতার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, উহাদের তুলনায় এই সামান্য নিরানন্দ কিছুই নহে। জনৈক বুযুর্গ তাহাজ্জুদের সময় অদৃশ্য জগত হইতে আওয়ায শুনিতে পাইলেন যে, যাহাই কর না কেন, আমার এখানে বিন্দুমাত্রও কবুল হইবে না। এই আওয়াযটি এত সশব্দে হয় যে, তাঁহার একজন খাদেমও তাহা শুনিতে পাইল। কিন্তু বুযুর্গ এমন আশেক ছিলেন যে, ইহাতে সামান্যও দমিয়া গেলেন না; বরং এরপরও ওযু করিয়া নামাযে মশ্‌গুল হইয়া গেলেন। পর দিবস আবার লোটা-বদনা লইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে উঠিলেন। খাদেম বলিল, হুযুর তিনি যখন কর্ণপাতই করেন না এবং মোটেই কবুল করেন না, তখন আপনিই কেন এত কষ্ট করিবেন? বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ুন। ইহা শুনিতেই বুযুর্গের মধ্যে হাল প্রকাশ পাইল। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, বৎস, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি; কিন্তু তাঁহার দরজা ত্যাগ করার পর আমি যাইতে পারি—এমন কোন দরজা আছে কি? ইহা জানা কথা, আমার যাওয়ার যোগ্য আর কোন দরজা নাই। কাজেই আমি এই দরজায়ই প্রাণ বিসর্জন করিব। তিনি কবুল করুন বা না করুন। এই উত্তরে হক তা'আলার রহমত উথলিয়া উঠিল। এরপর আওয়ায আসিল:

قبول ست گرچه هنر نیستت + که جز ما پناه دگر نیستت

(কবুল আস্ত গারচেহ্ হুনর নিস্তাত + কেহ্ জুয মা পানাহে দিগার নীস্তাত)

'কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও তোমার আমল কবুল করিলাম। কেননা, আমাকে ছাড়া তোমার কোন আশ্রয় নাই।'

আজকাল কেহ এইরূপ আওয়ায শুনিতে পাইলে সে সবকিছু ছাড়িয়া ছুড়িয়া পৃথক হইয়া বসিবে। কেননা, আজকালকার মহব্বত পূর্ণ নহে।

তদ্রূপ অপর একজন বুযুর্গ যিক্‌রের সময় এইরূপ আওয়ায শুনিতে পাইতেন যে, যতই যিক্‌র কর না কেন, কাফের অবস্থায়ই তোমার মৃত্যু হইবে। বহু দিন পর্যন্ত এই আওয়ায আসিতে দেখিয়া এবং কিছুতেই ইহা বন্ধ হইতে না দেখিয়া বুযুর্গ ব্যক্তি ঘাবড়াইয়া গেলেন; কিন্তু আপন কাজ ছাড়িলেন না। অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনি আপন শায়খের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন, শায়খের জীবিত থাকাও একটি বড় নেয়ামত বৈ নহে। শায়খ বলিলেন, ইহা মহব্বতের গালি বৈ কিছু নহে। আশেককে রাগাইয়া রাগাইয়া বিরক্ত করা মাশুকদের একটি অভ্যাস। অতএব, ইহাতে মনে কষ্ট আনা উচিত নহে।

একবার হযরত শিব্‌লী (রঃ) মসজিদের দিকে যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে গায়েব হইতে আওয়ায আসিল, হে শিবলী! তোমার নাপাক পদযুগল কি আমার

www.BANGLAKITAB.com

পথ অতিক্রম করার যোগ্য ? ইহা শুনিয়া শিব্‌লী (রঃ) থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। আবার আওয়ায আসিল, হে শিবলী ! তুমি আমার দিকে আসা হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে কিরূপে ধৈর্য ধরিতে পারিলে ? চলিতেও দেন না, থামিতেও দেন না, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া হযরত শিবলী সজোরে চীৎকার করতঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

বন্ধুগণ ! জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগকে এমন এমন যাঁতাকলে পিষ্ট করা হইলে আপনাদের কি অবস্থা হইত ? এখন তো শুধু যিক্‌রেই আনন্দ পান না। ইহাতে আপনারা ঘাবড়াইয়া গেলেন। এই কষ্টের উপর যদি সওয়াবও না পাইতেন, তবে আপনি কি করিতে পারিতেন ? মহব্বতের তাকিদ অনুযায়ী সওয়াব ছাড়াই ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু এখন সওয়াবও পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় নিরানন্দ ও দুঃখ প্রকাশ কেন ? যদি আনন্দই কাম্য হইত, তবে আপনি দুনিয়াতেই আসিতেন কেন ? জান্নাতেই আনন্দ ছিল। সেখান হইতে দুনিয়াতে আনন্দের উদ্দেশ্যে আসেন নাই ; বরং কষ্ট ও বিস্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। কবি চমৎকার বলিয়াছেন :

کیا ہی چین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا کچھ خیال

سو جگا کے شور ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا

"নাস্তির নিদ্রায় কি অপার শান্তিই না ছিল। সেখানে প্রেমিকার কেশগুচ্ছের মোটেই উপদ্রব ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির সোরগোল আমাকে জাগ্রত করিয়া কি বিপদেই না ফেলিয়া দিল।"

হকতা'আলা স্বয়ং বলেন : لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبَدٍ 'আমি মানুষকে কষ্টে লিপ্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।' জনাব, আপনি কে ? এই কষ্ট হইতে মহান ব্যক্তিগণও রেহাই পান নাই।

সেমতে দোজাহানের সর্দার হযরত রাসূলে মকবূল (দঃ)-এর উপর প্রথমবার ওহী নাযিল হইয়া উপর্যুপরি তিন বৎসর পর্যন্ত তাহা বন্ধ থাকে। এই তিন বৎসর পর্যন্ত হুযূর (দঃ) ওহীর জন্য ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করিতে থাকেন। মানসিক ক্লেশের আতিশয্যে তিনি মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর হইতে লম্ফ দিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহিতেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হযরত জিব্রাইল (আঃ) আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন। অতএব, হুযূর (দঃ)-কেই যখন তিন বৎসর পর্যন্ত কষ্টে ফেলিয়া রাখা হয়, তখন আমরা কি ছাই ! আমাদিগকে তিন শত বৎসর পর্যন্তও নিরানন্দে ফেলিয়া রাখিলে তাহা অন্যায় হইবে না।

দেখুন, কোন সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আপন ছেলেকে কোন চাকুরীর ব্যাপারে তিন বৎসর পর্যন্ত আশাবাদী করিয়া রাখে, আর আমরা তিন দিনের মধ্যেই সেই চাকুরী লাভ করিতে চাই, তবে তাহা নিরেট বোকামি হইবে না কি ?

www.BANGLAKITAB.com

অতএব, যাহারা যিক্‌র আরম্ভ করার পরই নিরানন্দ ও সঙ্কোচভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহাদের কমপক্ষে তিন বৎসর পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা উচিত। আরও বেশীদিন ছবর করাই ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকাল মানুষ ততদিনও ছবর করে না—যতদিন ওহী বন্ধ থাকার কারণে হুযূর (দঃ) কষ্টে অতিবাহিত করেন।

মোটকথা, প্রথমতঃ আনন্দ কাম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, মহব্বতের তাকিদ এই যে, আনন্দ তলব না করা উচিত। তৃতীয়তঃ, আনন্দ কাম্য হইলেও কমপক্ষে কিছুদিন পর্যন্ত বিস্বাদ সহ্য করা উচিত। চতুর্থতঃ, ইহাতে সওয়াবও পাওয়া যায়। তাছাড়া ইহাতে আত্মিক মঙ্গলও নিহিত আছে। কোন কোন দীক্ষা তালেবকে বাহ্যতঃ ব্যর্থ মনোরথ রাখার উপরই নির্ভরশীল। উদাহরণতঃ, আপনি দেখিয়া থাকিবেন যে, অকাল প্রসবে কোন কোন মহিলাকে ডাক্তার সাত আট দিন পর্যন্ত অনাহারে রাখে। সে সময় মহিলাদের খুব ক্ষুধা লাগে এবং খাদ্যের জন্য জেদও করে, কিন্তু তখন তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করাই খাঁটি প্রতিপালন। তখন তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া মহব্বত কি না, তাহা আপনি নিজেই বুঝিয়া লউন। খাদ্য না দেওয়াই মহব্বত এবং ইহাতেই মঙ্গল। আত্মিক ব্যাপারেও তদ্রূপ মনে করিয়া লউন যে, মাঝে মাঝে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়াই মহব্বত :

آن کس که تو انگرت نمی گرداند + او مصلحت تو از تو بهتر داند

(আঁ কাস কেহ্‌ তাওয়াঙ্গারাত নামী গারদানাদ
উ মছলেহাতে তু আযতু বেহ্‌তর দানাদ)

"যিনি তোমাকে ধনী করেন নাই, তিনি তোমার ভাল-মন্দ সম্পর্কে তোমা অপেক্ষা বেশী জ্ঞাত।" আফ্‌সোস! আল্লাহ্‌ তা'আলা কি চিকিৎসকেরও সমকক্ষ নহেন? চিকিৎসক অনাহারে রাখিয়া কষ্ট দিলে ইহাকে দয়ার্দ্রতা মনে করা হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলে দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকে।

॥ আ'মলের প্রকারভেদ ॥

মোটকথা, صَابِرُوا ও اِصْبِرُوا নির্দেশদ্বয়ের সম্বন্ধ হইল ঐ সমস্ত আ'মলের সহিত, যেগুলির সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং رَابِطُوا নির্দেশের সম্পর্ক হইল অনাগত আ'মলসমূহের সহিত। এখন জানা দরকার যে, আ'মল দুই প্রকার। (১) বাহ্যিক ও (২) আত্মিক। আমি পূর্বে যে সব আ'মল বর্ণনা করিয়াছি, সেগুলি বাহ্যিক আ'মলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার আমল ছিল এমন—যাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে

www.BANGLAKITAB.com

ইহাও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক প্রকার নিজের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বিতীয় প্রকার অপরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আর এক প্রকার আমল ছিল, যাহাদের সময় এখনও আসেই নাই। এই সবগুলি প্রকারের আহ্‌কাম اِصْبِرُوْا - وَصَابِرُوْا এবং وَرَابِطُوْا নির্দেশসমূহে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে জানা গিয়াছে যে, পূর্ণ শরীয়তের সহিত এইসব আহ্‌কামের সম্পর্ক। কেননা শরীয়তের কোন আমলই উপরোক্ত বিভাগের বহির্ভূত নহে। আরও জানা গিয়াছে যে, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের সহিতও এইসব আহ্‌কামের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেননা, দুনিয়ার কাজও দুই প্রকার। (১) যে কাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে দৃঢ়তা ও স্থিরতার প্রয়োজন। (২) যে-কাজের সময় এখনও আসে নাই। ইহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী।

এখন এক প্রকার অর্থাৎ আত্মিক আমলের আলোচনা বাকী রহিল। এ সম্বন্ধে হক তা'আলা বলেন: وَاتَّقُوا اللّٰهَ 'খোদাকে ভয় করিতে থাক।' ইহা হইতেছে সমস্ত আত্মিক আমলের মূল। ইহা খুব বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়োজন, কিন্তু সময় মোটেই নাই। তাছাউফ তথা সূফীবাদের কিতাবাদিতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে। এক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হাছিল হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, আপনি যদি স্বভাবগত ভাবে দুনিয়ার সাফল্য এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আখেরাতের সাফল্য কামনা করেন, তবে ইহার উপায় এই যে, দ্বীনদারী অবলম্বন করুন এবং আয়াতে উল্লেখিত নির্দেশসমূহ যথাযথ পালন করুন। কেননা, হক তা'আলা এই সব নির্দেশ পালনের উপরই সাফল্যের বুনিয়াদ রাখিয়াছেন। আমার এই উদ্দেশ্যটি হাছিলের জন্য এতটুকু বক্তৃতাই যথেষ্ট। হাঁ, اِتَّقُوا اللّٰهَ নির্দেশটি সকলের পিছনে উল্লেখ করার সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, বাহ্যিক আমল তখনই মকবুল হইবে এবং সাফল্য তখনই হাছিল হইবে যখন উহার সঙ্গে সঙ্গে তাকওয়া (পরহেযগারী)-ও হয়।

এখন আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। এই বর্ণনা শুনিয়া আপনি হয়তো বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সাফল্যের সন্ধানে মানুষ কেমন উল্টা পথে যাইতেছে। সাফল্য অর্জনের আসল উপায়টির প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই। তাহাদের অবস্থা নিম্নোক্ত কবিতার হুবহু অনুরূপ:

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی
کیں رہ کہ تو میروی بہ کفرستان ست

(তরসাম নারসী বকা'বা আয় এ'রাবী
কেঁই রাহ্ কেহ্ তু মীরভী বকুফ্‌রেস্তানাস্ত)

"হে গ্রাম্য ব্যক্তি, ভয় হয় যে, তুমি কা'বা শরীফে পৌঁছিতে পারিবে না। কেননা, যে পথে চলিতেছ, তাহা কুফরেস্তানের (কুফরের দেশের) দিকে গিয়াছে।'

www.BANGLAKITAB.com

কবিতার আসল শব্দ হইল تركستان কিন্তু আমি তদস্থলে كفرستان এই জন্য বলিলাম যে, আজকাল মানুষ কাফেরদের উদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন করিয়াই সাফল্য অর্জন করিতে চায়। ইহার পরিণামে সাফল্যের পরিবর্তে কুফরের নৈকট্য লাভ হইবে। সত্যিকার দর্শন শাস্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, দ্বীনদারীই সাফল্যের একমাত্র উপায়। যদি কাহারও মধ্যে দ্বীনদারীই না থাকে তবে খোদার কসম, সমস্ত বিশ্বের রাজত্ব লাভ করিয়াও সে প্রকৃত সাফল্য অর্থাৎ, আরাম ও শান্তি অর্জন করিতে পারিবে না।

এখন দোআ করুন যেন হক তা'আলা আমাদিগকে আ'মলের তৌফীক দান করেন।

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

والحمد لله رب العالمين ٥

www.BANGLAKITAB.com

মুক্তির পথ

নাজাতের পন্থা সম্বন্ধে এই ওয়াযটি ১৩৩০ হিজরীর ২২ জমাদিউস্‌ সানী তারিখে জামে মসজিদে কেরানায় (জিঃ মুযাফ্‌ফর নগর) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় তিন হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিল। ওয়াযটি সোয়া তিন ঘণ্টায় সমাপ্ত হয়। মৌলবী সাঈদ আহ্‌মদ ছাহেব থানবী এই ওয়ায লিপিবদ্ধ করেন। হযরত মাওলানা (রঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় ওয়ায করেন।

•

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানদের দুনিয়া দ্বীনের সহিত একসঙ্গে সংশোধিত হয়। অর্থাৎ, তাহাদের দ্বীনে উন্নতি হইলে দুনিয়াতেও উন্নতি হয়। পক্ষান্তরে দ্বীনে ত্রুটি দেখা দিলে দুনিয়াও বিগ্‌ড়াইয়া যায়।

•

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ٥

আয়াতের অর্থঃ কিয়ামতের দিন কাফেরেরা বলিবে, যদি আমরা শুনিতাম কিংবা বুঝিতাম, তবে আজ জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না।

www.BANGLAKITAB.com

॥ কাহিনীর উদ্দেশ্য ॥

ইহা সূরায়ে মুল্‌কের একখানি আয়াত। ইহাতে হক তা'আলা কাফেরদের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাহাদের একটি উক্তি যাহা তাহারা কিয়ামতের দিন বলিবে। কিন্তু অতীত কিংবা ভবিষ্যতের যে কোন কাহিনীই বর্ণনা করা হউক না কেন, উহার উদ্দেশ্য কাহিনী নহে ; বরং কাহিনীর উদ্দেশ্য হইল উদাহরণের ভঙ্গিতে উপদেশ দান অথবা কোন বিষয়ে সতর্ক করা। এসম্পর্কে এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ *

অর্থাৎ, 'আমি কোরআন শরীফে যেসব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি, উহাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য "ইব্‌রত" (তুলনামূলক উপদেশ) নিহিত আছে। কাহিনী উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য যে তুলনামূলক উপদেশ দান, মোটামুটিভাবে এই আয়াতে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইব্‌রতের সারমর্ম হইল তুলনা করা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় কাজ করার দরুন তাহাদের অবস্থার সহিত নিজেদের অবস্থা তুলনা করা এবং এইরূপ মনে করা যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় কাজকর্ম করিলে আমাদিগকেও তাহাদের অনুরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

উপরোক্ত আয়াতেও এই উদ্দেশ্যেই কাহিনীটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। হক তা'আলা ইহা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন—যাহাতে আমরা চিন্তা ও পরখ করিতে পারি যে, যে কারণে তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হইতেছে, তাহা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে কি না ? আমাদের অবস্থা তাহাদের অনুরূপ কি না। আমাদের অবস্থাও তাহাদের ন্যায় হইলে উহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি ? উপায় জানা হইলে আমরা উহাকে বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিব। ইহাই হইল উদ্ধৃত আয়াতের সংক্ষিপ্তসার। আয়াতের তরজমার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনি ইহা জানিতে পারিবেন এবং পরবর্তী বর্ণনার মাধ্যমে এসম্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন।

আয়াতের তরজমা এইরূপ—কিয়ামতের দিন কাফেরেরা বলিবে, যদি আমরা শুনিতাম কিংবা বুঝিতাম তবে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না। ইহাতে বুঝা গেল যে, কাফেরেরা আপন দুরবস্থা দেখিয়া বলিবে, আমরা মারাত্মক ভুল করিয়াছি। দুনিয়াতে কাজের মত কাজ একটিও করি নাই। এই কাজের মত কাজকে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণিত কাহিনীতে দুইটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। (১) শ্রবণ করা এবং (২) বুঝা। কারণ, দুই উপায়ে ন্যায়ের উপর আমল করা যায়। কাহারও নিকট হইতে শুনিয়া এবং নিজে বুঝিয়া। কাফেরেরা ন্যায় ও সত্যের কথা দুনিয়াতে শুনে নাই এবং নিজেরা বুঝেও নাই। এই কারণে তাহারা

www.BANGLAKITAB.com

কিয়ামতের দিন দুঃখ ও আক্ষেপ করিবে। ইহাতে আপনারা আয়াতের সংক্ষিপ্তসার বুঝিতে পারিয়াছেন।

॥ কাফেরদের আক্ষেপ ॥

এই কাহিনী বর্ণনা করার পরে খোদা তা'আলা ইহাতে স্বীয় অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই এবং ইহাকে ভ্রান্ত আখ্যা দেন নাই ; বরং পরবর্তী فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ 'অতএব, তাহারা আপন অপরাধ স্বীকার করিল' আয়াতে ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহাতে শ্রবণ না করা এবং হৃদয়ঙ্গম না করাকে তাহাদের অপরাধ বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বিষয়টি সত্য। এই দুইটি বিষয়ের অভাবের কারণেই তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কাহিনীটি বর্ণনা করার পর যদি হক তা'আলা কোনকিছু না-ও বলিতেন, তবুও উহার সত্যতা আপনা-আপনি বুঝা যাইত। কেননা, ইহার স্বতঃসিদ্ধ রীতি এই যে, কোন বিষয় বর্ণনা করার পর যদি বর্ণনাকারী সে সম্বন্ধে অসম্মতিসূচক মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকে, তবে উহাতে বর্ণনাকারীর স্বীকৃত বিষয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ফেকাহ্ শাস্ত্রের নীতিবিশারদগণও ইহাকে একটি নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই নীতিটি বাদ দিয়াও কাফেরদের উপরোক্ত উক্তির সত্যতার আরও একটি দলীল আছে। তাহা এই যে, ইহা কিয়ামত দিবসের উক্তি। কিয়ামতের দিন সমস্ত বিষয় আপনা-আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এই কারণে কেহ সেদিন মিথ্যা বলিবে না। তবে কোন কোন আয়াত যেমন—وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ 'আল্লাহ্র কসম, হে প্রভু, আমরা দুনিয়াতে মুশ্‌রিক ছিলাম না।' দ্বারা সন্দেহ জাগিতে পারে যে, কাফেরেরা কিয়ামতের দিনও মিথ্যা বলিবে। অপর একটি আয়াত দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট হইয়া যায়। যেমন—اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ 'দেখ, তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা বলিয়াছে।' এই সন্দেহের উত্তর এই যে, কাফেরেরা অপর একটি কারণে এইরূপ মিথ্যা বলিবে। অর্থাৎ, উপকার লাভের আশায় মিথ্যা বলিবে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত আয়াতের উক্তির ব্যাপারে কোনরূপ উপকারের আশা নাই ; বরং এই উক্তি তাহাদের জন্য নিরেট ক্ষতিকর। কেননা, ইহাতে অপরাধের স্বীকৃতি রহিয়াছে।

মোটকথা, কিয়ামতে সবকিছুর স্বরূপ আপনা-আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ার আসল তাকিদ অনুযায়ী সেখানে যাহাকিছু বলা হইবে, নির্ভুল বলা হইবে। কিন্তু তাসত্ত্বেও কেহ কেহ উপকার লাভের আশায় ইহার বিপরীত করিবে। অতএব, যে স্থলে এই উপকারের কারণটি বিদ্যমান থাকিবে, সেখানেই মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকিবে এবং যেস্থলে এই কারণটি থাকিবে না, সেখানে আসল তাকিদ অনুযায়ী উক্তিকে

www.BANGLAKITAB.com

সত্যই মনে করা হইবে। অতএব, কাফেরদের উপরোক্ত উক্তি একেবারে নির্ভুল সত্য। এরপর খোদা তা'আলাও যখন ইহার সমর্থন করিয়াছেন, তখন ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই খোদা তা'আলা বলেন ঃ

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ○

'কাফেরেরা আপন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। অতএব, জাহান্নামীদের জন্য ধ্বংস অবধারিত।' যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখন আমি আসল উদ্দেশ্যেটি বর্ণনা করিতেছি। খোদা চাহেন তো এই আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণ করিয়া দিব। কেননা, এই বিষয়টি এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। ইহার প্রয়োজন এত ব্যাপক যে, মুসলমানের পক্ষে সর্বক্ষণ এবং সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই ধরনের বিষয়বস্তুর বর্ণনা করা খুবই জরুরী। ইহার প্রয়োজনের ন্যায় ইহার উপকারিতাও অত্যন্ত ব্যাপক। তাছাড়া এই বিষয়বস্তুটি খুবই সহজ। অতএব, এই তিনটি কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

॥ রোগ ও উহার চিকিৎসা ॥

রোগ যত কঠিন হয়, উহার চিকিৎসাও ততই কঠিন হইয়া থাকে। ইহাই বিবেক-সম্মত রীতি। দৃষ্টান্ততঃ কোন ব্যক্তি কিংবা কোন দল কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে অথবা কোন শহরে মারাত্মক ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িলে জ্ঞানিগণ তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অতএব, বুঝা গেল যে, ইহা, সর্ববাদিসম্মত রীতি এবং জ্ঞানিগণও এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার করার শক্তি সামর্থ্য না থাকিলে চিকিৎসার ব্যাপারে নিরাশ হইতে হয়। সে মতে মাঝে মাঝে চিকিৎসকগণ রোগীকে বলিয়া থাকেন যে, তোমার রোগটি ধনীসুলভ। মনে করুন, কোন দরিদ্র ব্যক্তি উন্মাদ হইয়া গেলে এবং চিকিৎসক আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে রোগমুক্ত করিতে না পারিলে চিকিৎসককে অতিষ্ঠ হইয়া এই কথা বলিতে হইবে যে, ভাই তোমার রোগটি ধনীসুলভ। অথচ তুমি দুই-চারি পয়সার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে চাও ইহা সম্ভবপর নহে। এই রোগের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। তোমার সেরূপ শক্তি-সামর্থ্য কোথায়? কাজেই তুমি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। অতএব, যুক্তিসঙ্গতরূপেই প্রত্যেক কঠিন রোগের চিকিৎসাও কঠিন হইয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে নিরাশও হইতে হয়। কিন্তু ঈমানী চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কোন স্তর নাই, যেখানে পৌঁছিয়া রোগীকে চিকিৎসার অযোগ্য বলিয়া নিরাশ করিয়া দেওয়া হয়; বরং এই চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রত্যেক রোগেরই অত্যন্ত সহজ